493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,২৯ সংখ্যা, ২৬ বৈশাখ-১ জৈষ্ঠ্য ,১৪২১ঃ১০ মে-১৬ মে,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.29, 10 May-16 May, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

সারদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবারে সুপ্রিমকোর্টের দুইজন বিচারপতি তাঁদের রায়ে বলেন, সারদা কাণ্ডের সব মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে আইনজীবী অশোক ভান বলেন, প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের ধারণা, এই দুর্নীতিতে ১০ হাজার কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা বলেন, এই মামলার ব্যপ্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হযেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সঠিকভাবে এই দুর্নীতির তদন্ত করতে পারেনি। তাই এই ঘটনার তদন্তভার তুলে দিতে হবে সিবিআই-এর হাতে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সিবিআইকে সর্বোতভাবে এই ঘটনায় সাহায্য করবে। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা তাদের রায়ে বিস্ময় প্রকাশ করে আরও বলেছেন, সেবি, ইডি-র নজরদারি এড়িয়ে কি করে এত বড় ঘটনা ঘটল। জানা গিয়েছে, প্রায় সাড়ে চারশটি মামলা জড়িয়ে আছে সারদা কাণ্ডের সঙ্গে।

কান্দিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমরা এতদিন সারদাকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত চার লক্ষ মানুষকে টাকা ফেরৎ দিয়েছি। এরপর নিশ্চয়ই সিবিআই ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরৎ দেবে। আর একটি নির্বাচনী জনসভায় সুপ্রিমকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় জানিয়েছেন, এই মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলে রাজনীতির আঙ্গিনা থেকে অবসর নেব।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, আমাদের

এরপর পাঁচের পাতায়

অন্য পাতায়

উচ্চমাধ্যমিকের পর কাজের খবর	পৃষ্ঠা:২
মহানগর	পৃষ্ঠা:৩
অর্থনীতি	পৃষ্ঠা: ৪
রাজ্য রাজনীতি ও ভোট দর্পণ	পৃষ্ঠা:৫
বাংলার পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ	পৃষ্ঠা: ৬
ফেলুদাকে নিয়ে অন্য স্বাদের লেখা	পৃষ্ঠা: ৬
ধর্ম	পৃষ্ঠা: ৭
সংস্কৃতি	পৃষ্ঠা: ৭

বিজেপি জিততে পারে চারটি আসনে

রাজ্যে পাল্টে যেতে পারে অনেক হিসেব

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

লেখার আগেই বারবার সন্দেহ হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর নির্বাচনের ফল যেমন হয়েছিল, এবারেও তেমনটা হয়ে যাবে না তো। কারণটা আর কিছুই নয়, সারা দেশে অস্বাভাবিক হারে ভোট পড়ার ধুম। পরিস্থিতি বিচার করে মনে হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে আগেরবারের চেয়ে অনেক বেশি আসন পাবে। কিন্তু তাদের কোনও কোনও মহীরুহের পতন হতে পারে আবার কিছু অবিশ্বাস্য আসন তাদের দখলে আসতে পারে। সামগ্রিক অবস্থা বিচার করে বারবার মনে হচ্ছে, অনেক আসনে তৃণমূল এক নম্বরে থাকলেও দু'নম্বরে থাকবে বিজেপি। আবার এ-রাজ্যে বিজেপি কমপক্ষে চারটি আসন পেলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পেতে পারে, দার্জিলিং, আসানসোল এবং কৃষ্ণনগর সঙ্গে থাকতে পারে বসিরহাট। অন্যদিকে তারা দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের গড়ে দ্বিতীয় স্থানে চলে আসতে পারে। উত্তর কলকাতা নিয়েও অনেকে অনেক অঙ্ক কষছেন। তবে নিজস্ব সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বলতে পারে, শ্রীরামপুরে বিজেপি জিততে পারবে না। বারাসাতে তো নয়ই।

কিছুদিন আগে রাজ্যে পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর তৈরি করা গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বামফ্রন্ট এই রাজ্যে ১০ থেকে ১৫টি আসন পেতে পারে। কিন্তু নির্বাচন যতই শেষপর্বের দিকে এগিয়ে আসছে, ততই সেই আশা ক্রমশ ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছে। সিপিআই(এম)-এর মতো রেজিমেন্টেড পার্টি এবারের মাস্তুলবিহীন জাহাজের মতো আচরণ করছে। কারণ, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার লোক এখন তাদের দলে কেউ নেই। তবে ভোট কাটাকাটির খেলায় সিপিআই(এম) প্রার্থীর হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে জিতে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমনকী তারা এবার মুর্শিদাবাদ আসনটিও পেতে পারে।

জঙ্গিপুর নিয়ে তিনটি ভাবনা আমাদের কানে এসেছে। তৃণমূল প্রার্থী, বসিরহাটের গতবারের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম নাকি সেখানে ভোটারদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানে রাষ্ট্রপতিপুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ও সিপিআই(এম) প্রার্থীও অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন বলে অনেকেই দাবি করছেন। ফল কি হবে তা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাটে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য কিন্তু যথেষ্ট ভাল ফল করবেন। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দীপা দাশমুন্সী, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে সম্প্রতি একবারের জন্যও মুখ খোলেননি। এই আসনে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করেছিলেন মহম্মদ সেলিম। কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, তিনি এই কেন্দ্রে বড়জোর দ্বিতীয়স্থানে থাকতে পারেন। বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর চৌধুরীর জয় নিয়ে বোধ হয় স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কোনও সংশয় নেই। কিন্তু এবারে সেখানে তাঁর জয়ের মার্জিন অনেকটাই কমে যাবে।

বাঁকুড়ায় কিন্তু এবার ইন্দ্রপতন ঘটতে পারে। মুনমুন সেনের জন্য নয়, বাঁকুড়ার মানুষ গত লোকসভা নির্বাচনেই চেয়েছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় জয়ী হোন। এবার কিন্তু দৌড়ে বাসুদেব আচারিয়া অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন। শারীরিকভাবেও আর টানতে পারছেন না। এলাকার জন্য কোন্য কাজ না করেও যে এতদিন সাংসদ থাকা যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন তিনি। তাঁর নিজের গ্রাম 'বেরো'তেও উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটাও লাগেনি। একইসঙ্গে দলের কর্মীদের আগ্রাসী মনোভাব পুরোপুরি উধাও। যে কেউই স্বীকার করবেন, সিপিআই(এম)-এর মতো ভোট মেশিনারি একসময় নাকি ছিল দেশের মধ্যে সেরা। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছিল যখন তাদের দল প্রশাসনে ছিল। গত পরেনো বছর সিপিআই(এম) আন্দোলনের নাম মুখে আনেনি। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানুষের অভাবও রয়েছে তাদের দলে, এ-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে মোদি ঝড়, যার প্রভাব এ-রাজ্যেও কিছুটা পড়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রচার সভায় মিঠুন চক্রবর্তী ও মুকুল রায় (খবর তিনের পাতায়) ছবি: কাকলী পাল

দু'দিন আগে বারাণসীর বাসিন্দা মৃগাঙ্ক শেখর রায়ের সঙ্গে ফোনে বিস্তারিত কথা হয়েছে। তাঁর স্পষ্ট উত্তর, বারানসীতে মোদির জয় কেউ আটকাতে পারবে না। অথচ আমেথির সূর্য প্রকাশের মতে, যদি এই কেন্দ্র থেকে রাহুল গান্ধি হেরে যান, তাহলে আশ্চর্য হব না। আর তিনি জিতলে অত্যন্ত কম মার্জিনে জিতবেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর, যাদবপুর এবং ডায়মন্ড হারবার আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় প্রায় নিশ্চিত। শুধু জয়নগর কেন্দ্র নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, রাজ্যে মোদি ঝড়ের পরেও তৃণমূল কংগ্রেস এত আসন পাবে কি করে? উত্তর একটাই, মজবুত সংগঠন। আরও বলা ভাল, বিভিন্ন ছোট-বড়-মেজ নেতাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মদত দিয়েছেন, নির্বাচনে তার প্রতিদান না দিলে তাদের যে কোনও মুহূর্তে ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁরা মরিয়া হয়ে, সব বিভেদ ভুলে এককাট্টা হয়ে কাজ করছেন এটাই তৃণমূলের প্লাস পয়েন্ট। আর এই কারণে তাদের তিন-চারটে বড় উইকেট পড়ে গেলেও অন্যান্যরা তা সামাল দিয়ে দেবেন বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

মমতা এখন নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

আজাদবাউল

প্রতিবাদী, ঘরের মেয়ের ভাবমূর্তি, বহুদিনের চেনা মানুষ কিন্তু হঠাৎ যেন বড় অচেনা-অপরিচিত ব্যবহার। ঘৃণা করতে বলছেন, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের তুই তোকারি করে ক্লিশে সংলাপ প্রয়োগ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যে ফ্যাসিস্ট সুর প্রাক্তন শাসকদের কণ্ঠে শোনা যেত তা আজ তৃণমূল নেত্রীর কণ্ঠে। তবে কী বামপন্থীদের সব অভিযোগই সত্যি ছিল এমনটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না আজও। তাঁর একশো শতাংশ কাজ শেষ হয়ে যাবার দাবি নিয়ে যখন তৃণমূল স্তরের কর্মীরা

কট্টর দিদিপন্থী মানুষের মনেও যেন কোথায় সংশয়ের ছোঁয়া। যাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথ-এর সাবলীল উচ্চারণ, বাংলার সংস্কৃতির মূল ব্যাপার আচার আচরণে লক্ষ্য করা যেত সেই তিনিই এখন উদ্ধত অহংকারী, অকথা-কুকথা বলে সংবাদ শিরোনামে ঘিরে থাকা স্তাবকদের ফেলে রাখা পাঁক আর কৃতকর্মের কালির ছিটে আজ কী মা-মাটি-মানুষের নেত্রীকে কলঙ্কিত করছে, স্বখাত সলিলে কী বিসর্জিত হবে বাংলার মানুষের মুক্তির স্বপ্ন, এমনটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না আজও। কিন্তু বাস্তব বলছে এবং সংবাদমাধ্যম দেখাচ্ছে নেত্রী আনন্দবাজার পত্রিকা পড়তে বারণ করছেন, তাঁদের চ্যানেলকে পথে নামেন, কথা বলে তাঁদের অসহায়তা ফুটে ওঠে চোখে মুখে। প্রতিশ্রুতির প্রায় প্রতিটি ফানুস আজ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাংলার মাটিতে। বেকারদের চাকরি, তাঁদের বয়স নিয়ে ছাড়, রাজ্যের বিভিন্ন নিয়োগের অ্যাকাডেমিক অডিট, সুষ্ঠু পরিষেবা নিয়োগে সচ্ছতা, নারী নিরাপত্তা, দলতন্ত্রহীন শিক্ষাব্যবস্থা, দশম শ্রেণি পর্যন্ত মিড ডে মিল

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোট ময়দানে অকথা-কুকথা, সিট থেকে সিবিআই

চাপানউতোরে জমজমাট দক্ষিণ পরগণার নির্বাচনের আসর

ব্যাটিং করব এখানে বোল্ড করব দিল্লিতে: মমতা

কুনাল মালিক • রাজারহাট

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গত ৩ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাটে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মথুরাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সিএম জাটুয়া ও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, গত ৩৪ বছরে সিপিএম রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়ে কোটি কোটি টাকা দেনার দায় চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র সরকার প্রতি মাসে সুদ বাবদ কোটি কোটি টাকা কেটে নিচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। তবুও গত ৩৫ মাসে সারা রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের যজ্ঞ শুরু হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প, ১০০ দিনের কাজ, ইন্দিরা আবাস যোজনা, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, আইটি হাব, কিষাণ মান্ডি, জল ধরো জল ভরো প্রকল্প সবই চলছে। বিরোধীরা সহ্য করতে না পেরে কুৎসা করছে। তিনি বলেন, লোকসভা ভোটে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস অশুভ জোট করে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলছে। মানুষ তার জবাব দেবে। নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলে নিজেকে জাহির করছেন। এরকম কিছু হয় না। ভোটে জিতে যারা সংখ্যগরিষ্ঠতা পাবে তাদের মধ্যে যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সারদা সুরু হয়েছিল ২০০৬ সালে। তখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট। সিপিএমই সারদার 'বড়দা'। তিনি এদিন গণশক্তির 'ডয়াল' ও আনন্দবাজার পত্রিকা জনসভায় দেখিয়ে বলেন, দেখুন পাতায় পাতায় সারদার বিজ্ঞাপন।

এরপর পাঁচের পাতায়

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির ঝড় তুলছেন কৃষ্ণপদ

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার অভিনবভাবে শেষ মুহূর্তে প্রচার চালাচ্ছেন সাইকেলে চড়ে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে। সুন্দরবনের উন্নয়ন ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বাম এবং তৃণমূল উভয় সরকারের ব্যর্থতার কথাই তিনি সুনির্দিষ্টভবে তুলে ধরছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই অঞ্চলে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ও বিশ্বাবিদ্যালয় স্থাপন তাদের কর্মতালিকায় অগ্রাধিকার দেবেন।

তিনি বর্তমান তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এরা শুধু মুখে উন্নয়নের কথা বলে। কিন্তু আজ অবধি কোনও উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে এখানকার লবণ শিল্পকে আবার ভারতের শীর্ষে তুলে আনবে। গত তিন বছর রাজ্য সরকার বারবার পর্যটনের উন্নয়নের কথা বললেও এখনও অবধি উন্নয়নমূলক কোনও কাজে হাত দিতে পারেনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিজেদের স্বার্থে দু-দেশকেই সম্পর্ক ভাল রাখতে হবে

রফিকুল ইসলাম সবুজ • ঢাকা

বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন বুদ্ধিজীবী মহলকে আশ্বস্ত করে ভারতের বরিষ্ঠ সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার বললেন, নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেও তা বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকির কারণ হবে না। কারণ, ভারতের সংবিধানে সবার উপরে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র একক কারও বিষয় নয়। এটা সকলের বিষয়। গণতন্ত্র মানে বহুত্ববাদ। তাই মোদি একা চাইলেই সবকিছু হবে না। ক্ষমতা পেলে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে মোদি'র বক্তব্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। চাইলেই মোদি এটি করতে পারবেন না। কারণ, বাংলাদেশের যে মানুষরা এখন ভারতে থাকে তারা ভারতকে ধারণ করে। মোদিকে বুঝতে হবে ভারতে ১৮০ মিলিয়নে মতো মুসলমান রয়েছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। তবে তাঁর ধারণা নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।

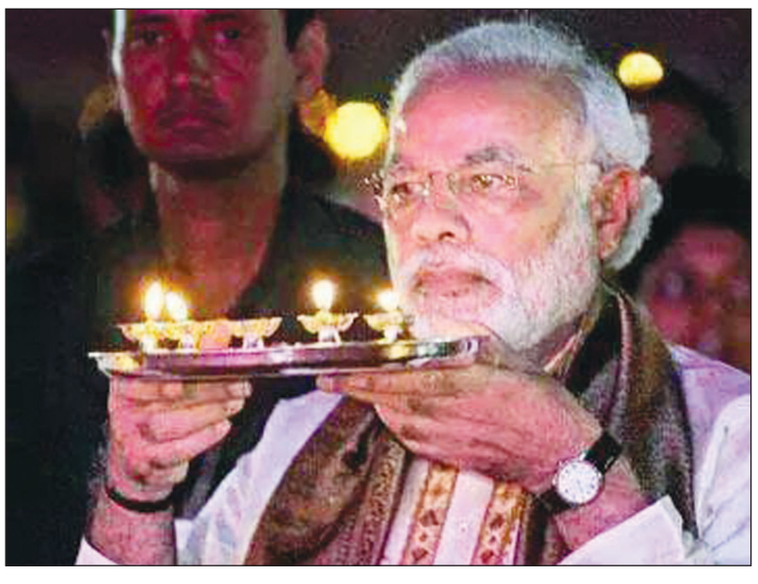

মোদিকে নিয়ে তোলপাড় বাংলাদেশে

সম্প্রতি ঢাকার গুলসনে ইনস্টিটিউট অফ কনফ্লিক্ট ল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ আয়োজিত 'ভারতের নির্বাচন-২০১৪: বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক' নিয়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় এই বক্তব্য রাখেন শ্রী নায়ার। সামিয়া জানানের সঞ্চলনায় আলোচনায় অংশ নেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার দেব মুখার্জি ও বীণা সিক্রি, ভারতের মেজর জেনারেল দীপঙ্কর ব্যানার্জি, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান কাজি খলি কুজ্জুমান, ব্যারিস্টার আমির উল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহফুজ আনাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকমল হোসেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক জগলুল আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক সলিমুলাহ খান, বণিক সংগঠনের নেতা আনিসুল হক প্রমুখ। আলোচনাচক্রে অধিকাংশ বক্তাই 'বিজেপি ক্ষমতায় এসে অবৈধ বাংলাদেশীদের ভারত থেকে তাড়ানো হবে' নরেন্দ্র মোদির

এরপর দু'য়ের পাতায়

অবাধ ভোটের ব্যাপারে সংশয় সুজন ও তরুণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: জেলার চারটি লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, জয়নগর ও যাদবপুরে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিল বামফ্রন্ট। গত ৫ মে বারুইপুরে সিপিএমের জেলা দফতরে এক সাংবাদিক বৈঠক সিপিএমের জেলা সম্পাদক তথা যাদবপুর কেন্দ্রের সুজন চক্রবর্তী জানান, জেলায় সর্বত্র অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের পরিবেশ নেই। ৪০ শতাংশ বুথ অতি উত্তেজনাপ্রবণ এবং ২০ শতাংশ বুথ অতি উত্তেজনাপ্রবণ বলে উল্লেখ করেন সুজনবাবু। বিশেষ করে যাদবপুর কেন্দ্রের ভাঙ্গড় এবং জয়নগর কেন্দ্রে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অনেক বুথে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়নই পেশ করতে দেয়নি শাসক দলের নেতা কর্মীরা। এবারের নির্বাচনে অনেকে ভোট দিতে চান, কিন্তু শাসক দল এমনভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে যে ভোটাররা সাহস করে বাড়ি থেকে বের হতেই পারবেন না। নির্বাচন কমিশনকেই এই সব ভোটারদের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিৎ করতে হবে। সুজনবাবু বলেন, এর আগে তিনবার ম্যাপ ও তথ্য-সহ জেলার অতি উত্তেজনা ও উত্তেজনা প্রবণ বুথের কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু কমিশন এখনও সে ব্যাপারে তৎপর হয়নি। তাই আবারও কমিশনকে সবিস্তার জানানো হল। জয়নগর কেন্দ্রের বামপ্রার্থী সুভাষ নস্কর বলেন, কমিশন দায়িত্ব না নিলে, প্রার্থীরাই ভোটারদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, তখন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায় বর্তাবে কমিশনের ওপর। অপরদিকে জয়নগর কেন্দ্রের এসইউসি প্রার্থী তরুণ মণ্ডল এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ২২৩টি বুথকে স্পর্শকাতর বলে অবিহিত করেন। ভোটের দিন গণ্ডগোল ও রিগিংয়ের আশঙ্কা করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাকেশজীর কাছে এক স্মারকিলিপি দিয়ে তিনি জানান, ভোট লুট, ছাপ্পা ভোট এবং তাঁদের দলের এজেন্টকে হুমকি দেওয়ার আশঙ্কা করছেন। এই মুহূর্তে তাঁদের দলকে প্রচার করতে নানা জায়গায় বাধা দেওয়া হচ্ছে।

কাজের খবর

উচ্চমাধ্যমিকের পর স্বনির্ভর হওয়ার কোর্স

লাইব্রেরি সায়েন্স

১) কলকাতা স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরির পক্ষ থেকে ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালিত হয়। যোগাযোগ – স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ৫৬/এ বিটি রোড, রবীন্দ্রভারতী ক্যাম্পাস, কলকাতা–৫০।

২) কলকাতার এন্টালির পদ্মপুকুরে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স পড়িয়ে থাকে। কোর্সটি হয় দুইটি সেশনে, সময় বিকেল ৩টে থেকে ৮টা। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে জেলা অনুযায়ী যেরকম আসনের কোটা থাকে সেই অনুযায়ী পার্সোনাল টেস্টের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তাতে পাওয়া নম্বর অনুযায়ী ভর্তির লিস্ট তৈরি হয়। যোগাযোগের ঠিকানা – বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, পি–১৩৪, সিআইটি স্কিম–৫২, কলকাতা–১৪।

৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ১ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পড়ায় শিয়ালদহের 'সুরেন্দ্র কলেজ ফর উইমেন'।

যোগাযোগ – সুরেন্দ্র কলেজ ফর উইমেন, ২৪ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা–০৯।

চোখের চিকিৎসার জন্য অপ্টোমেট্রির ডিগ্রি কোর্স

বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশেরা অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে কলকাতার কসবার 'বিদ্যাসাগর কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি'তে আবেদন করতে পারেন। এটি পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত।

বিদ্যাসাগর কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি অ্যান্ড ভিশন সায়েন্স, ৪৭০ রাজডাঙা (রুবি হসপিটাল ও বালিগঞ্জ স্টেশনের মধ্যবর্তী সিমেন্সের কাছে), কলকাতা–১০৭। এছাড়া দুর্গাপুরে প্যারা মেডিকেল কলেজেও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স করতে পারেন বিজ্ঞান ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীরা। যোগাযোগ – প্যারা মেডিকেল কলেজ দুর্গাপুর, হেলেন কেলার সরণী, সেক্টর – ২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর।

আবেদন নেওয়া হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস কোর্সের

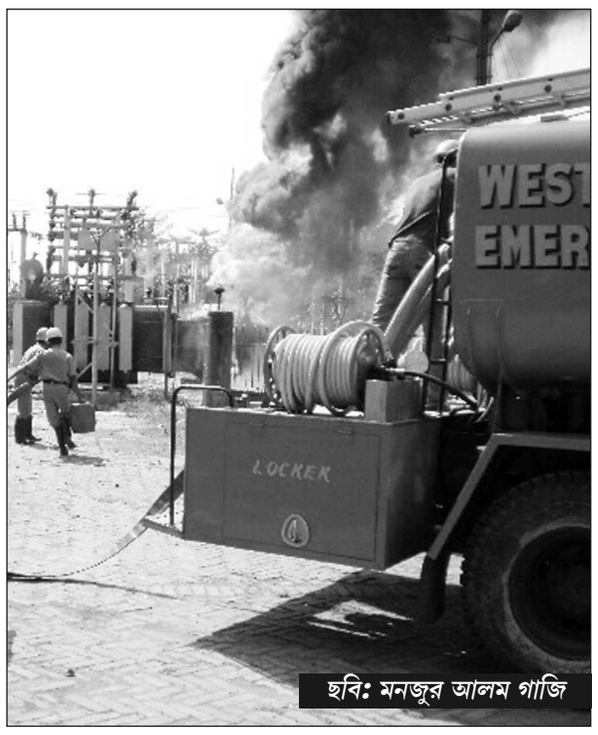

ছবি: মনজুর আলম গাজি

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীন নাগপুরের ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজের 'সাব অফিসার্স কোর্স' পড়ানো হয় বছরে দু'বার। ৩৩ সপ্তাহের কোর্স। জুলাই সেশনের জন্য আবেদন নেওয়া হচ্ছে। বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে – www.nfsc-nagpur.nic.in যে কোনও শাখার ছাত্রছাত্রীরাই ১৮–২৩'র মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও তপশিলিরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন। উচ্চতা ছেলেদের ১৬৫ সেমি., মেয়েদের ১৫৭ সেমি., ওজন ছেলেদের অন্তত ৫০ ও মেয়েদের ৪৬, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১, ফুলিয়ে ৮৬।

পরীক্ষা হবে মে মাসে কলকাতায়। লিখিত পরীক্ষায় প্রথমার্ধে থাকবে ইংরাজি ও সাধারণ জ্ঞান, দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে বিজ্ঞান ও অঙ্ক।

প্রশ্ন হবে ইংরাজিতে ও অবজেক্টিভ টাইপের।

দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন সমস্ত রকমের শংসাপত্র গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে করানো অ্যাটেস্টেড জেরক্স, পাসপোর্ট মাপের ফটো ও নির্দিষ্ট ফিজের পোস্টাল অর্ডার। দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করার পর গেজেটেড অফিসার বা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অথবা স্পেশ্যাল এগজিকিউটিভ অফিসারকে দিয়ে অ্যাটেস্টেড করিয়ে নেবেন।

নার্সিং–এর কোর্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারের কল্যাণ বিভাগের অধীন রাজ্যের বিভিন্ন নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে 'জেনারল নার্সিং অ্যান্ড মিড ওয়াইফারি' কোর্স পড়ানো হয়। মেয়াদ ৬ মাসের ইন্টারনশিপ–সহ মোট ৪ বছর। উচ্চমাধ্যমিক পাশ, অবিবাহিতা, বিধবা ও ডিভোর্সীরা আবেদন করতে পারেন। প্রার্থীকে ৫ বছর এ–রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে ৬ মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের চাকরি পেলে ৫ বছর চাকরি করতে বাধ্য থাকবেন ছাত্রী।

হোস্টেলে থাকার জন্য মাত্র ১২ টাকা করে দিতে হয়। খাবার খরচ আলাদা। লিখিত পরীক্ষা নয়, উচ্চমাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে ইন্টারভিউতে ডাকা হয় তার ফলাফল অনুযায়ী ভর্তি করা হয়। স্থানীয় অঞ্চলে পড়ানো হয় এইসব কেন্দ্রে – নার্সিং ট্রেনিং স্কুল – ১) এসএসকেএম হসপিটাল, কলকাতা–২০, ২) এমআর বাঙুর হসপিটাল, টালিগঞ্জ, কলকাতা–৩৩, ৩) শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটাল, লালা লাজপত রায় সরণী (এলগিন রোড), কলকাতা–২০, ৪) জেলা হসপিটাল হাওড়া, পোঃ–হাওড়া।

এছাড়া বেসরকারিভাবে সরকার অনুমোদিত কোর্স পড়ানো হয় এইসব কেন্দ্রে –

১) কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান (শিশুমঙ্গল নামে পরিচিত), ৯৯ শরৎ বসু রোড, কলকাতা–২৬। ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে ১৮–২৭ বছর বয়সের তরুণীরা আবেদন করতে পারেন। ৩ বছর ৬ মাসের কোর্স। হোস্টেলে থেকে পড়তে হবে।

২) কলকাতা ইএসআই হসপিটাল নার্স ট্রেনিং স্কুল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রেনিং স্কুলগুলির মতো একই নিয়ম ও যোগ্যতা এখানেই প্রযোজ্য। যোগাযোগ– প্রিন্সিপ্যাল, নার্সের ট্রেনিং সেন্টার, ইএসআই হসপিটাল, ৯৩ বাগমারি রোড (কাঁকুড়গাছি ও উল্টোডাঙা'র মাঝে), কলকাতা–৫৪।

৩) কলকাতা বিবেকানন্দ কলেজ অফ নার্সিং

এখানে ৪ বছরের বিএসসি (নার্সিং অনার্স) কোর্স পড়ানো হয়। জীববিদ্যা নিয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশেরা আবেদন করতে পারেন বয়স হতে হবে ১৭–২৪ বছর। যোগাযোগ– রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা–১৯।

৪) ক্যালকাটা নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

১৭–৩০ বছরের মধ্যে বয়স হলে উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণীরা করতে পারবেন সাড়ে ৩ বছরের কোর্স।

যোগাযোগ – ক্যালকাটা নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ১০বি শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা–১৬।

দু–দেশকেই সম্পর্ক ভাল রাখতে হবে

একের পাতার পর

এক নির্বাচনী জনসভায় এই বক্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বণিক নেতা আনিসুল হক বলেন ভারতে যে সরকারই আসুক বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রাখতেই হবে। বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান না হলে অন্যরাও স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। প্রাক্তন হাই কমিশনার দেব মুখার্জি বলেন, দুই দেশের সম্পর্কের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। তাই নতুন সরকার গঠিত হলে রাতারাতি দুই দেশের সম্পর্ক পাল্টে যাবে এটা মনে হয় না। অপর প্রাক্তন হাই কমিশনার বীণা সিক্রি বলেন, ১৯৯২ সালে খালেদা জিয়া যখন ভারতে এসেছিলেন তখনও ভারতে অবস্থানকারী অবৈধ বাংলাদেশীদের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছিল। আইনজীবী আমিরুল ইসলামের বক্তব্য, আমাদের এই দুই দেশের সম্পর্ক নিজেদের স্বার্থের ভাল রাখা উচিত। না হলে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের মতো সমস্যা মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জগরুল আহমেদ চৌধুরী বলেন, আসলে অসম, উড়িষ্যার এলাকাগুলিতে কংগ্রেসের সমর্থক বেশি। তাঁদের ভোট পেতে স্পর্শকাতরতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি লাভবান হতে চাইছেন। অন্যান্য বক্তারাও এই কথাকে সমর্থন করে একমত হন যে, নিজেদের স্বার্থেই দুই দেশকেই সু–সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

খালেদা'র বিচারে আদালত বসবে মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানের বিক্ষুব্ধ বিরোধী দল বিএনপি'র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া'র দুর্নীতির দুই মামলার বিচার ঢাকা ইলিয়া মাদ্রাসার মাঠে আদালত বসিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জিয়া অরফ্যানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চেরিটেবিল ট্রাস্টের টাকা আত্মসাৎ মামলার বিচার চলছে ঢাকার ৩ নম্বর বিশেষ জর্জ আদালতে। কিন্তু আদালত এলাকা জনাকীর্ণ থাকে বলে নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মামলাটি নতুন জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পীলখানা হত্যাকাণ্ডের মামলার বিচারও এইখানে হয়েছিল। মামলা দুটি রাজনৈতিক উদ্দেশপ্রণোদিত বলে বিএনপি ধারাবাহিকভাবে দাবি করে আসছে।

হাজার এক টাকায় দেড় বিঘার সরকারি বাড়ি পাচ্ছেন মুজিবর কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানে এক হাজার এক টাকা প্রতীকি মূল্যে ৮৪ নম্বর রাস্তার ১০ নম্বর বাড়িটি বঙ্গবন্ধু প্রয়াত সেখ মুজিবর রহমানের ছোট মেয়ে ও শেখ হাসিনার বোনকে শেখ রেহানাকে বরাদ্দ করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়। এর আগে ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলিগ ক্ষমতায় থাকার সময় শেক রেহানাকে ধানমন্ডিতে একটি বাড়ি বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু বিএনপি–জামায়েত জোট ক্ষমতায় গিয়ে ওই বরাদ্দ বাতিল করে।

ওই বাড়িটি এখন ধানমন্ডি থানার। এর আগে বাড়ি বাতিল হওয়ার পর সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে গিয়ে বাড়ি ফেরত পেয়েছেন রেহানা। কিন্তু তা সরকারকে দিয়ে দেন। এবারও নাকি তিনি বাড়ি নিতে রাজি হননি।

তবে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালত থেকে শেখ রেহানাকে একটি স্থায়ী ঠিকানা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ভোটদর্পণ

কোথায় কোন কেন্দ্রের গণনা

১) ডায়মন্ড হারবার – হেস্টিংস হাউস, জাজেস কোর্ট রোড, কলকাতা–২৭।
২) মথুরাপুর – ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মন্ড হারবার।
৩) জয়নগর – বঙ্কিম সর্দার কলেজ, ট্যাংরাখালি, বাসন্তী।
৪) যাদবপুর – বিজয়গড় কলেজ, বিজয়গড়, কলকাতা–৩২।
৫) দক্ষিণ কলকাতা – কসবা ও দুই বেহালা কেন্দ্র: জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক কলেজ, ময়ূরভঞ্জ রোড, খিদিরপুর, কলকাতা। রাসবিহারী, কলকাতা বন্দর ও বালিগঞ্জ: ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণী, বালিগঞ্জ।
৬) উত্তর কলকাতা – নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম।

বৃহত্তম – ক্ষুদ্রতম

এলাকার আয়তন ও ভোট দাতার সংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র কলকাতা (দক্ষিণ)। মোট ভোটার ১৮,৭৭,৯৫৫ জন। ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র বালুরঘাট, মোট ভোটার ১২,৪৯,৪৫৩ জন।

রাজ্যে প্রার্থী বাড়ল ৮৮ জন

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় রাজ্যে প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ল ৮৮ জন। ২০০৯–এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে মোট প্রার্থী ছিল ৩৭৩ আর এবার ২০১৪–র নির্বাচনে রাজ্যে প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৬১।

মগরাহাটে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: বৃহস্পতিবার দুপুরে পাঁচগাছিয়া এলাকায় ইলেক্ট্রিক পাওয়ার হাউসে আগুন লাগড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। থানা ও দমকলে খবর দেওয়া হলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক তদন্তে জানা গিয়েছে শট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। তবে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত চলছে। অন্যদিকে এদিন বিকেলেই ক্যানিং থানার আমড়াবেরিয়া গ্রামে বন্ধ থাকা শীলা হলেও আগুন লাগে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় আগুন নিভে যায়। এ–বিষয়ে তদন্ত চলছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১০ মে – ১৬ মে, ২০১৪

মেষ: দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। মানসিক শান্তির কারকতা নেই। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি অসমাপ্ত থেকে যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ এলেও ক্ষতির কারকতা বিদ্যমান।

বৃষ: নিজেকে অনেক সংযত থাকতে হবে। সামান্য ভুল বৃহত্তম আকার ধারণ করতে পারে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অজানা ব্যক্তির থেকে সতর্ক বা সাবধানে থাকবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল হবে।

মিথুন: সামান্য ভুলের জন্য সুনাম হানি হতে পারে। স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা বা শিরঃপীড়ার জন্য কষ্ট পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় মনের মতো ফল পাওয়া যাবে না। বিবিধ প্রকার বাধা এলেও যথেষ্ট সংযমী হয়ে চলতে চেষ্টা করবেন। পিতাপুত্রের মধ্যে মতান্তর ঘটবে।

কর্কট: মহৎ উদ্দেশ্যগুলি ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হবে। সুনাম ও খ্যাতির কারকতা রয়েছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় সাফল্য পাবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে গোলযোগ লক্ষিত হয়। পথে–ঘাটে সাবধানে চলবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

সিংহ: মনোবল অন্যের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অটুট থাকবে। স্মৃতি শক্তিগুলির দুর্বলতা শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধার কার্যকর হবে। অর্থনৈতিক উন্নতির নানাবিধ সুযোগ অবশ্যই পাবেন। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট।

কন্যা: হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে কোনও কাজ করবেন না। আপনার পিছনে শত্রুরা সক্রিয় রয়েছে। রক্তপাতের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ বাধা আসবে। ব্যবসায় কিছু না কিছু লাভ হবে। পারিবারিক অশান্তি।

তুলা: গৃহের অশান্তি থেকে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করবেন। সর্বত্রই একটা অশান্তপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। স্নেহপ্রীতির বিষয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হবে।

বৃশ্চিক: ব্যয় এত অধিক হবে যে তাতে মন অশান্তিতে ভরে থাকবে। নতুন ব্যবসা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। দূর ভ্রমণের ক্ষেত্রে শুভফল পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার। হার্টের দুর্বলতায় কষ্ট পাবেন।

ধনু: আঘাতের পর আঘাত এসে অনেক অশান্তির সৃষ্টি করবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পাকাশয়ের পীড়াযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হবে। শত্রু বৃদ্ধির যোগ।

মকর: সামান্য সংযম হয়ে চললে অনেক শুভফল পাওয়া যাবে। পিতাপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বভাব লক্ষিত হবে। লেখ্য পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। ব্যবসায় অর্থনৈতিক উন্নতির যোগ রয়েছে। সামান্য চেষ্টায় শুভফল পাবেন।

কুম্ভ: চিন্তা না করে কোনও কাজে হাত না দেওয়াই ভাল। উন্নতির চেষ্টা করেও এগিয়ে যেতে পারবেন না। লেখাপড়ায় শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় আংশিক কিছু লাভ হবে। ভ্রমণে বাধা রয়েছে।

মীন: মনের মানুষ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মের দিকে এগিয়ে গেলে কিছুটা শুভ হবে। কর্মযোগও অশুভ নয়। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধান হৃদয় কাজ করতে হবে। দায়িত্ববহুল কাজে সাফল্য।

সকলকে জানাই বঙ্গাব্দ ১৪২১–এর শুভ নববর্ষ ও অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা

Order U/s 144 Criminal Procedure Code, 1973

Whereas, after the announcement of election schedule to the General Elections to the 16th Lok Sabha-2014 Dated 05/03/2014, the prevailing law and order situation in the District Of South 24 Parganas has been reviewed and examined minutely especially in view of the General Parliament Election, 2014 to be held on 12.05.2014 in the district of South 24 Parganas and the undersigned in my capacity as the District Magistrate of the District is fully convinced and satisfied that there are sufficient reasons/grounds for passing prohibitory order under Sub-Section 2 of Section 144 of Cr.P.C, 1973 to ensure that no untoward/unwanted incidents occur during the conduct of the Parliament General Election, 2014 in the district of South 24 Parganas.

And

Whereas, it has become expedient to issue prohibitory order for prevention of breach of peace, disturbances to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the district more particularly in view of the Parliament General Election, 2014;

And

Whereas, the emergent nature of the case and circumstances do not permit serving of notice upon the general public in due time and hence this order is passed exparte under sub-section 2 of Section 144 Cr.P.C. and is directed to the public in general of the district of South 24 Parganas.

Now, therefore, I, Sri. Santanu Basu, IAS, District Magistrate, South 24 Parganas in view of the above stated grounds prevailing in this District, the specific direction of the Election Commission of India as stated above and in view of the likelihood of occurrence of violence, breach of peace and untoward/unwanted incidents during the conduct of Parliament General Election, 2014 to be held on 12.05.2014 and in exercise of powers conferred under Sub-section 2 of SEctio 144 Cr.P.C. do hereby prohibit assembly of 5 (five) or more persons which are likely to turn unlawful in the areas which are described in the schedule given below and also prohibit/ban carrying of licensed arms, sticks, stones, firearms, weapons, firecrackers and other explosive materials with immediate effect and until further orders.

The order shall take from **06.00 PM of 10.05.2014 and remain in force till midnight of 14.05.2014.**

Copies of this order be pasted on the notice boards of the District Magistrate, South 24 Parganas, Superintendent of Police, Additional District Magistrate/(s), SDOs/AROs of South 24 Parganas District. Copies may also be sent to DICO, South 24 Parganas for causing wide publicity.

SCHEDULE

The whole areas under District of South 24 Parganas.

Given under my hend and seal on this 05/05/2014.

(Santanu Basu)
District Election Officer
&
District Magistrate,
South 24 Parganas.

স্মারক নং – 627(5)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/তারিখ 6/5/14

প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না, তবে তৃণমূল হবে দেশের নির্ণায়ক শক্তি: মমতা

মেহবুব গাজি

ছবি: অজিত নাইয়া

কাকদ্বীপ: তিনি যে কোনও পরিস্থিতিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন না, তা জনসভায় জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কাকদ্বীপের নারায়ণপুরের ইন্দিরা ময়দানে মথুরাপুর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়ার সমর্থনে একটি জনসভায় মমতা এই ঘোষণা করেন। মমতা এদিন বলেন, 'আমি বাংলা ছেড়ে যাব না। আগামী দিনে কেন্দ্রের সরকার পরিচালনা করব এই বাংলা থেকে। তৃণমূল হবে সেই সরকারের চালিকা শক্তি। আর আগামী এক বছরে দেশে তৃণমূলকে এক নম্বর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তুলে ধরব। এখন থেকে এ রাজ্যে কাজ করব সপ্তাহে ৬ দিন। আর বাকি একদিন ভাবব দেশের জন্য। কারণ দেশের মানুষ চাইছে তৃণমূলকে। এদিনও মমতা বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'একজন এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছেন। এ রাজ্যের ইতিহাস ভুগোল কিছুই জানেন না। কখনও বলছেন বাংলাদেশীদের তাড়াব। কখনও বলছেন অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াব। আমি বলছি কাউকে তাড়ানো যাবে না। হিম্মত থাকলে গায়ে হাত দাও। পাঠিয়ে দেব বললেই হল এত বড় সাহস। আমরা দীর্ঘদিন ধরে মিলেমিশে বসবাস করছি। আপনাদের রক্ষা করা আমার কাজ। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমবেন। আমি পাহারা দেব। আমি আপনাদের পাহারাদার। কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএমকে এক আসনে বসিয়ে তাঁকে নিয়ে নানা রকম সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মমতা বলেন, 'কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএমের এখন কোনও কাজ নেই। তাই নেই কাজ তো বিজেপিকে ভোট দাও। তৃণমূলের ভোট কাটো আর আমাদের (সিপিএমের) জিতিয়ে দাও। আর সারাদিন ধরে ধরে শুধু কুৎসা আর কুৎসা ওদের মুখে। আমি বলি কুকুরের কাজ কুকুর করেছে। কামড় দিয়েছে পায়। তাবলে কি কুকুরকে কামড়ানো মানুষের শোভা পায়! সিপিএম এই অঞ্চলে প্রচুর অত্যাচার করেছে। আমরা বলছি বদলা নয়, বদল চাই। আয়লার উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প, গঙ্গাসাগরে হেলিকপ্টার পরিষেবা, গঙ্গাসাগরে তীর্থনিবাস চালু করা হয়েছে। আয়লায় ক্ষতিগ্রস্তদের ২ টাকা কিলো দরে চাল দেওয়া হচ্ছে। হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতুর কাজ শুরু হবে নির্বাচনের পর।

তিনি আরও বলেন, বিজেপি বাঙাল খেদাও নীতি নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করছে। আমরা তা হতে দেব না। রাজনীতি গরিব মানুষের জন্য দিন–মজুর শ্রমিকদের জন্য। রাজনীতি মানে কুৎসা নয়, দাঙ্গা রাজনীতি নয়।

বাংলা যা বলতে পারে অন্য দল তা বলতে পারে না। ৫৭ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। যা বিগত বামসরকার দিতে ব্যর্থ। মৎস্যজীবীদের আইডি কার্ড, জাল, হাঁড়ি, দেওয়া হয়েছে। এমনকী বাড়িও নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। ২ লক্ষ পরিবারকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে।' মোদির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়া নিয়ে এদিনও কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'ছেলের জন্মানোর আগে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। আরে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলে কিছু হয় না। এসব মিডিয়ার তৈরি করা। মিডিয়ার এই ভূমিকা ভাবা যায় না। শুধু টাকার খেলা চলছে। তবে এই টাকা কোথা থেকে আসছে সব বেরিয়ে যাবে। পাপ কোনও দিন লুকিয়ে থাকে না। এদিন বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া। এই সভা শেষ করে তিনি মহেশতলা বাটানগরের উদ্দেশে রওনা হন ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থীর সমর্থনে সভার জন্য।

নতুন প্রজন্মকে চাইছেন মমতা

অর্পণ মণ্ডল • মহেশতলা

'যে ছেলের জন্ম হল না, তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, আর সেই বিয়ের বরযাত্রী হল সিপিএম আর ক্যাটারিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছে কংগ্রেস।' – নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নকে এইভাবে ব্যঙ্গ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার বিকেলে ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে মহেশতলা বাটানগর নিউল্যান্ড মাঠে এই ব্যঙ্গের রেশ টেনে ধরে বললেন, 'মিডিয়ার একাংশের সাহায্য নিয়ে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি কুৎসা রটাচ্ছে আমাদের নামে। আমার ভাইপো হিসেবে আমি অভিষেককে টিকিট দিইনি। আমি চাই নতুন প্রজন্ম উঠে আসুক জনগণের সেবা করার জন্য।' তিনি আরও বলেন, 'মাথার ওপর সিপিএমের চাপানো দেনা নিয়ে আমরা আড়াই বছরে যা উন্নয়ন করেছি সিপিএম তা ৩৪ বছরেও করতে পারেনি।'

বিজেপিকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, 'যারা জাতিদাঙ্গা করতে দেয় তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নয়। বাংলার সম্প্রীতি নষ্ট করা এত সহজ নয়।' এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মহেশতলার পৌরপ্রধান দুলাল দাস, বিধায়ক কস্তুরী দাস, জেলা সভাধিপতি শামিমা শেখ, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কুৎসা রটাচ্ছে মিডিয়া

বিজেপিকে আক্রমণ সূর্যকান্ত–র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার বিকেলে ক্যানিং থানার বন্ধুমহল প্রাঙ্গণে বামফ্রন্টের আরএসপি'র সমর্থনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সুর্যকান্ত মিশ্র তীব্র আক্রমণ শানালেন নরেন্দ্র মোদি'র উদ্দেশে। তিনি

বলেন কংগ্রেসের আর কিছু নেই, বুড়ো ঘোড়া। সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য বিজেপি এগোচ্ছে। কংগ্রেসের পাপ এক কেজি হলে বিজেপি'র পাপ দেড় কেজি। তিনি আরও বলেন সরকার চলে আমার–আপনার দেওয়া ট্যাক্স থেকে। আর কংগ্রেস সরকার ধনীদের ছাড় দিচ্ছেন। লুট হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। দেশে ১২২টি পরিবারের আয় বেড়েছে। আর ১০০ কোটির বেশি সম্পদ কমেছে। ৩ বছর আগে তৃণমূলের নেত্রীর জনসভায় লোক আসত। আর এখন স্টার–সুপারস্টার এনে হেলিকপ্টারে চড়ে মিটিং করতে হচ্ছে লোক আনার জন্য। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের পায়ের তলার মাটি এক ইঞ্চিও ছাড়বেন না। মাথা উঁচু করে ভোট দেবেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রার্থী সুভাষ নস্কর, আরএসপি'র জেলা সম্পাদক চন্দ্রকান্ত দেবনাথ প্রমুখ। এদিন সভার শেষে প্রার্থীর সমর্থনে দু'কিলোমিটার পায়ে হেঁটে প্রচার করলেন শ্রী মিশ্র।

অভিষেকের সমর্থনে তৃণমূল যুবার উদ্যোগে র‍্যালি, পথ নাটিকা ও জনসভা

কুনাল মালিক • আলিপুর

গত ৬ মে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল যুবার উদ্যোগে সামালী থেকে বাখরাহাট–রায়পুর পর্যন্ত একটি বিশাল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে কয়েকশ কর্মী সমর্থক পা মেলান। সুসজ্জিত ট্যাবলোর পাশাপাশি সমবেত সঙ্গীতে অংশ নেন ফলতা সঙ্গীত চক্রের কলাকুশলীরা। রায়পুর মোড়ে র‍্যালীর শেষে একটি পথ নাটিকাও হয়। 'মমতা ভারতবর্ষের এক নাম' শীর্ষক নাটকে বাম জমানার ও নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের দাঙ্গার ঘটনা তুলে ধরা হয়। তারপর অভিষেকের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, জাঙ্গীপাড়ার বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র রাম চক্রবর্তী, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নেতা নিজামউদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের অপূর্ব পাল, কাজল দত্ত, দেবনাথ ঘোষ, গোপাল মিত্র, মতিকুর রহমান প্রমুখ। ১৪৫ সাতগাছিয়া বিধানসভার তৃণমূল যুবার সদস্য অয়ন দত্ত র‍্যালী ও জনসভা করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেন।

মুকুল–মিঠুন জুটি ক্যানিং মথুরাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মথুরাপুর ও জয়নগর দুই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে সম্প্রতি দুটি সভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ক্যানিং–এর জীবনতলা মাঠে ও মথুরাপুর স্টেশন সংলগ্ন মাঠে সভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। মুকুল রায় জীবনতলার মাঠে এসে ঝড়–বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তৃণমূল সমর্থকদের সভায় আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, গত ২ বছর ৯ মাসে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করেছেন স্বাধীনতার ৬৭ বছরেও সেই কাজ হয়নি। আপনারা তাঁকে দিল্লির নিয়ন্ত্রক করার জন্য তাঁর হাত শক্ত করুন। মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, প্রতিমাদি কে যদি জেতান তিনি বাংলার উন্নয়নে লোকসভায় চেঁচাবেন, আমি রাজ্য সভায় চেঁচাব। আগামী দিনের উন্নয়নের জন্য তৃণমূলকে আরও ৫ বছরের জন্য সব আসন থেকে দিল্লি পাঠান। আমি কথা দিচ্ছি প্রতিমাদির বিজয় উৎসবে আমি আপনাদের মাতাব।

বছর শেষেই বদলে যাবে এলাকার হাল: পুরমাতা

নিকাশী ও পানীয় জল নিয়ে দুর্গতি বাঁশদ্রোণীবাসীর

অভিমন্যু দাস

পেশায় খবরের কাগজ বিক্রেতা তপন বণিক। বাড়ি বাঁশদ্রোণী সোনালী পার্ক। বাবু মান্না, আটো চালক বাস করেন জয়শ্রী বাজার অঞ্চলে। শক্তিপ্রসাদ দাস মজুমদার বাঁশদ্রোণী সত্যজিৎ পার্ক এলাকার এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রবীণ কর্মী রূপে পরিচিত। গদাই বণিক ব্যবসাদার বাঁশদ্রোণী কংগ্রেস নগর অঞ্চলের বাসিন্দা। এরা প্রত্যেকেই কলকাতা পুরসভার ১১৩ নম্বর অঞ্চলের অধিবাসী। এদের প্রত্যেকের একটি বিশেষ অভিযোগ হল বর্ষায় ওয়ার্ডে বেশির ভাগ রাস্তার হাল খুব খারাপ হয়ে যায়। বর্ষায় অঞ্চলের বেশিরভাগ রাস্তায় অল্প বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে যায়। ভারী বৃষ্টি হলে জল নামতে কোনও কোনও অঞ্চলে ৭–৮ দিন লেগে যায়। নর্দমার নোংরা জল ও বর্ষার জল একাকার হয়ে এক ভয়ঙ্কর নরকীয় রূপ নেয়। তাই গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পরই বর্ষার আগমন ঘিরে তাঁরা এখন থেকেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

একসময় ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের বসবাস ছিল। কিন্তু আজ গোটা অঞ্চলের আর্থসামাজিক পরিকাঠোমোর প্রভূত উন্নয়ন হওয়ার দরুণ এবং নগরোন্নয়নের ছোঁয়ায় অঞ্চলের গড়ে উঠছে বড় বড় হাউজিং কমপ্লেক্স ও অসংখ্য ফ্ল্যাট। ফলে লোক সংখ্যা আগের তুলনায় প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের তুলনায় রাস্তা ঘাটের সাধারণ অবস্থার অনেক উন্নয়ন হয়েছে। শহরের আর পাঁচটা বড় রাস্তার মতো এখানেও নিয়মিত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অঞ্চলের অধিকাংশ রাস্তায় জল জমার প্রবণতা কমানো যায়নি। এ বিষয়ে রাজ্যের শাসকদলের এক কর্মীর বক্তব্য হল, 'বিগত সরকার গোটা অঞ্চলের কোনও উন্নয়ন সেইভাবে করেনি। তারা কেবল ভোটের রাজনীতি করেছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার মাত্র আড়াই বছরে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন।' এই প্রসঙ্গে শাসক তৃণমূলের আর এক কর্মী কিশোর ঘোষ জানালেন, 'বর্ষাকালে এই ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তা জলমগ্ন থাকে ঠিক কথা। আগামী বর্ষায় সেই পরিস্থিতি হয়ত আর থাকবে না বলেই মনে হয়। কারণ, অঞ্চলের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে রেনিয়া খাল সম্পূর্ণ রূপে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় এবারের বর্ষায় জল রাস্তায় আর দাঁড়াবে না।' জয়শ্রী অঞ্চলের বাসিন্দা সঞ্চিতা সরকার অঞ্চল প্রসঙ্গে জানালেন, 'গত ১২ বছর ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করছি। একসময় এখানে ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা বলতে যা বোঝায় তাঁর কোনওটাই পাওয়া যেত না। কিন্তু আজ আর সেই পরিস্থিতি নেই। সমগ্র অঞ্চলের চেহারা আমূল বদলে গিয়েছে। জয়শ্রী অঞ্চলের বাজারের পাশেই ছিল একটি খোলা ভ্যাট। সেই ভ্যাটটি এখন সরানো হয়েছে একটু দূরে। রাস্তার অবস্থা এখন অনেক ভাল। আলোর সংখ্যাও বেড়েছে। অঞ্চলের মহিলারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারছেন।

কংগ্রেস নগর এলাকার বাসিন্দা অমিত দাস এ প্রসঙ্গে বললেন, 'এখানও কিন্তু আমাদের এলাকায় খোলা ড্রেন রয়েছে। যা অধিকাংশ সময়ই পাঁকে ভর্তি থাকে।

মহানগর: ওয়ার্ড নং ১১৩

সন্ধ্যের পর মশার উপদ্রব প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। যদিও পুরকর্মীরা প্রতিদিন মশা মারার তেল স্প্রে করে তবু মশার উৎপাত কমছে না।' বাঁশদ্রোণী রাইফেল ক্লাব অঞ্চলের বাসিন্দা চয়ন বোস তুলে ধরলেন পানীয় জলের সমস্যার কথা। তাঁর বক্তব্য, সকাল–বিকেল পুর জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা আছে তাতে মাঝে মধ্যে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে বাঁক বওয়া ভারীদের কাছ থেকে জল কিনতে হয়। পুরসভার পাম্প হাউসের জল পানীয় যোগ্য নয়।

এই ব্রিজ কিছুটা কমিয়েছে যানজট ছবি: প্রতিবেদক

এলাকার অধিবাসীদের সমস্যা নিয়ে স্থানীয় পুরমাতা অনিতা কর মজুমদার জানালেন, 'এই ওয়ার্ডের বেশকিছু অঞ্চলে বর্ষার জল জমছে। তার কারণ, অঞ্চলের সমস্ত জল রেনিয়া খালে গিয়ে পড়ে। কিন্তু সেই খালটি বহু বছর কোনও সংস্কার না হওয়ার দরুণ সম্পূর্ণ বুজে গিয়েছে। ফলে গত কয়েকবছর অঞ্চলের মানুষ সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছে। এই বছর ইতিমধ্যেই বিধায়ক অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে রেনিয়া খালটি সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ড্রেজিং'র কাজ পুরদমে চলছে। আশা করা যায় এই বছর থেকেই অঞ্চলের মানুষ এর সুফল পাবেন। খাল সংস্কারের কাজ শেষ হলেই অঞ্চলের সমস্ত খোলা ড্রেন বন্ধ করার কাজ শুরু হবে। এর জন্য এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অর্থ বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যেই এই কাজটা সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই মশার উপদ্রব কমবে। পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে এই ওয়ার্ডের প্রফুল্লপার্ক সংলগ্ন অঞ্চলে ৩ লক্ষ গ্যালনের একটি রিজার্ভার করার কাজ শুরু হয়েছে।

আগামী বছরের গোড়ায় তা চালু হয়ে যাবে। এই অঞ্চলের সব থেকে বড় সমস্যা যানজট। অটো রুট আছে অনেকগুলি। ৩টি ব্রিজ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কালিতলা ব্রিজ চালু হয়ে গিয়েছে। শান্তিনগর ব্রিজ চালু হবে পুজোর আগেই।

লোকসভা নির্বাচনের পর শুরু হবে বাঁশদ্রোণী ব্রিজের কাজ। আমাদের সব থেকে বড় চাহিদা ছিল যেটা তা হল দমকল কেন্দ্র। নির্বাচন পর্ব মিটে গেলেই শুরু হবে তার কাজ। আগামী এক বছরের মধ্যেই এই ওয়ার্ডের চেহারা পাল্টে দেওয়ার শপথ নিয়ে কাজ করছি আমরা।

বাজার নেই তবু লড়ছেন হাতপাখা শিল্পীরা

কুনাল মালিক, হাসনেচা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: পড়ন্ত আলোয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার হাসনেচা গ্রামের প্রাচীন তালপাতার হাত পাখা তৈরির কারিগর শাহাজাহান মল্লিককে বড়ই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। পুরনো দিনের স্মৃতির পাতায় উল্টে তিনি জানালেন, একসময় আমাদের গ্রামে ১০০ পরিবার এই তালপাতার পাখা তৈরি করত। এই প্রচণ্ড গরমের সময় আমাদের নাওয়া খাওয়ার সময় থাকত না। সারা দিন–রাত চলত পাখা তৈরির কাজ। এখন এই গ্রামে কয়েকঘর টিমটিম করে এই শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শাহাজাহানবাবু জানালেন, তাঁদের তিন পুরুষের এই ব্যবসা। একসময় কলকাতা জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় মেছুয়া বাজারে তাঁদের দোকান ছিল। কলকাতাসহ সারা পশ্চিমবঙ্গ, এমনকী আসাম শিলিগুড়িতে তালপাতার পাখা যেত এই হাসনেচা গ্রাম থেকে। গত কয়েকবছরে চিত্রটা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ফলে যত ফ্যান, এসি

মেশিনের দাপটে বেড়েছে, ততই ব্রাত্য হয়েছে প্রাচীন তালপাতার পাখা। বর্তমানে প্লাসটিকের পাখা আরও সর্বনাশ করেছে এই কুটির শিল্পের। ৭১ বছরের প্রবীণ মানুষ শাহজাহানবাবু উদ্বেল চোখে জানালন, আগে ছোটবেলায় দেখেছি ঠাকুর্দা সাহদাত মল্লিকের কাছে কলকাতার রাজবাড়ি থেকে লোকজন আসত দুর্গাপুজোর সময় বিশেষ ধরনের বড় পাখা তৈরির অর্ডার নিয়ে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে আমাদের তৈরি পাখা গিয়েছে। এখন সে সব স্মৃতি। এখন মাঝে মধ্যে পূজার সময় 'থিম' প্যান্ডেলের জন্য কিছু পাখার অর্ডার হয়।

শাহজাহানবাবুর ছেলে শহিদুল্লা মল্লিক জানালেন, দেখুন তিন লরি পাখা ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। কোনও অর্ডার নেই। এই গরমে এটা ভাবা যায়! আগ গ্রাম–শহরের এই গরমকালের চড়ক গোষ্ঠ মেলায় ঢেলে তালপাতার পাখা বিক্রি হত। এখন তাও হচ্ছে না। এই গ্রামের সেখ মহসিন, সেখ গুলিয়া, পাশেই মায়াপুর গ্রামের সেখ আসমত দীর্ঘদিনের পারিবারিক ব্যবসাটিকে কোনওরকমে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা দর্জি ও জরির কাজে বেশি ব্যস্ত। ধীরে ধীরে প্রাচীন এই কুটির শিল্পটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে শিলিগুড়ি ও অসমে কিছু পাখার এখনও অর্ডার হয়, সেই আশায় টিম টিম করে জ্বলছে এই গ্রামের তালপাতার পাখা শিল্প। পাখা তৈরির কাঁচামাল– তাল পাতা, পলতা বাঁশ, সুতো, রঙের দামও বেড়েছে। শ্রমিকের সমস্যা আছে। সব মিলিয়ে প্রাচীন শিল্পটির হাঁসফাঁশ অবস্থা। মুনাফাও কমছে সেই সঙ্গে।

তবুও শাহজাহান মল্লিক জানালেন, অনেক কিছু 'পরিবর্তন' হয়েছে, হচ্ছে, শেষ বয়সে আমি আর পেশাগত পরিবর্তন করতে চাই না। বাপ–ঠাকুর্দার পারিবারিক ব্যবসাটিকে সম্বল করেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। এই গ্রামের আরও কয়েকজন পাখা তৈরির কারিগর জানালেন, সরকারি সাহায্য পেলে আরও কিছুদিন হয়ত বেঁচে থাকবে এই গ্রামের প্রাচীন কুটির শিল্পটি। না হলে আধুনিকতার গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে কালের অতলেই হারিয়ে যাবে এই কুটির শিল্পটি।

অভিষেকের সভা মাতল মিঠুনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে অনুষ্ঠিত চারটি সভায় কর্মী ও সমর্থকদের মাতিয়ে দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার ফলতা, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, বজবজে অনুষ্ঠিত চারটি সভাতে জনসমাগম হয় ব্যাপক। সন্ধ্যে ৬টায় সাতগাছিয়া বিধানসভার আমতলা অগ্রগামী মাঠে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায়ের সঙ্গে প্রবেশ করলেন অভিনেতা ও রাজ্য সভার তৃণমূল সাংসদ মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, দিদি সবার আগে বাংলাকে ভালবাসেন।

এই দিদি আছেন বলেই রাজনীতিতে এসেছি। চোখ–কান খুলে সব জেনে বুঝে এসেছি। তৃণমূলই বাংলার উন্নয়ন করতে পারবে। তাই তৃণমূলকে ভোট দিন, অভিষেককে দিল্লি পাঠান। অন্য কাউকে ভোট দিয়ে অযথা ভোট নষ্ট করবেন না। আমতলায় অভিষেক একটা ওভারব্রিজ করলে সব পক্ষের মানুষই তার সুবিধা ভোগ করবেন। এরপর নিজের মেজাজে এসে তাঁর সেই বিখ্যাত সংলাপ 'মারব এখানে...' বলতেই দর্শকেরা চিৎকার করে সংলাপের বাকি অংশ পূরণ করে দেন।

শেষে তার বিখ্যাত পোজে দর্শকদের স্যালুট জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, কলকাতা মেয়র শোভন চ্যাটার্জি, বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল, জেলার সভধিপতি শামিমা শেখ প্রমুখ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১০ মে–১৬ মে, ২০১৪

নারী নির্যাতনের প্রতিকার হোক দ্রুত

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের প্রতিকার হোক দ্রুত। পশ্চিমবঙ্গে নারীরা নিরাপদে আছেন এমন একটা অহংকার বোধে গত কয়েকবছর হল প্রবল ধাক্কা লেগেছে। অবশ্য এর আগে বানতলা, ধানতলা কাহিনী বাংলার সম্মানকে কলুষিত করেছিল। পার্কস্ট্রিট থেকে দিল্লির নির্ভয়া (জ্যোতি) কাণ্ড সর্বত্রই জন বিক্ষোভ কমবেশি লক্ষ্য করা গিয়েছে। দিল্লি কাণ্ডে রায় ঘোষণা হলেও পার্কস্ট্রিট, কামদুনী ইত্যাদি পর্বগুলিতে তদন্ত চলছে পর্যায়। এরপর একের পরে এক নারী নিগ্রহের ঘটনা মানুষের মনে নানা বিরূপ প্রিতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুলিশ সফল হলেও বেশি ক্ষেত্রে অসফল। নারী নির্যাতনের নানা সামাজিক দিকগুলি প্রশাসনের বিশেষ গুরুত্ব সহ বিবেচনা করা দরকার।

প্রথমত, অভিযুক্তদের ধরা এবং দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নমনীয়ভাব অপরাধীদের কাছে ভিন্ন বার্তা যাচ্ছে। তারা মনে করছে নারী নিগ্রহ করে সহজেই এরাজ্যে পার পেয়ে যাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, সিনেমা, সিরিয়াল এবং কোনও কোনও থিয়েটারে নারীকে শুধু পণ্য নয় বিকৃতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা বহু অপরিণত বিকৃতকাম দর্শকের মনে অপরাধ প্রবণতা উস্কি দিচ্ছে। বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা অপরাধের শিকার হচ্ছে প্রায়শই। সংবাদমাধ্যমে অধিকাংশ নারী নিগ্রহের সংবাদ উপযুক্ত গুরুত্ব পায় না। শুধু গণমাধ্যমে নারী হিংসাই নয়, নিয়ত নারী পাচার চক্র বাংলার বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অপরাধীরা ধরা পড়ার পর কঠোর শাস্তি পাচ্ছে না। ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত শুধু গরুপাচার নয়, মানুষ পাচারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অপরাধীরা রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার কারণে বেপরোয়া। বাংলায় রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে পুলিশ ভিআইপিদের নিরাপত্তা দিতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দময়ন্তি সেনদের অবস্থা দেখে বহু পুলিশ কর্মচারী অপরাধী সনাক্তকরণের আগে একটু ভেবে দেখবেন। আইনশৃঙ্খলা ভাল হলে পুলিশ প্রশাসন যেমন সাধুবাদ পাবে তেমনি দিবালোকে অপরাধীরা নিগৃহিতা কিংবা তার বাড়ির লোককে দিনের পর দিন শাসিয়ে যাবে, এটা কখনই কাম্য নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন একজন নারী সেক্ষেত্রে বহু নারী চান রাজ্যের বালিকা–কিশোরী–মহিলারা সুষ্ঠভাবে নির্ভয়ে সমাজে থাকুন। রাজ্যে তালিবান শাসনের চোখ রাঙানি যখন নেই, তখন বাংলার মেয়েরা কেন বারংবার অপরাধের শিকার হবে এবং তারা সামাজিক 'লজ্জার' ভয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে। এই ধরনের নারী নিগ্রহের সংবাদ যত কম ঘটে ততই মঙ্গল। বাংলার মানুষ জাতপাত রাজনীতি দেখে অপরাধীকে প্রশ্রয় দিলে তা মেনে নেয় না।

নিরঙ্কুশ হবে না জেনেই সরকার গঠনে বিজেপি ও কংগ্রেস দু'দলই চাইছে মমতাকে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

লোকসভার নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই চোখে পড়ছে অঙ্ক কষার খেলা। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি ও কংগ্রেস, দুটি দলই বুঝতে পেরেছে, তারা কেউই সরকার করার জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাই দুটি জাতীয় দলই ভিন্ন ভিন্ন পথে পশ্চিমবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তামিলনাড়ুতে জললিতা এবং উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীকে 'বিশেষ খাতির' করতে শুরু করতে দিয়েছে। পশ্চিমবাংলায় ইতিমধ্যে বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং নৈহাটির হাজিনগরের জনসভায় সরাসরি বলেছেন, আমরা তো কথা দিয়েছি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার এখন কেটে নিচ্ছে তা থেকে রেহাই দেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও তৃণমূল যে কেন আমাদের বিরোধিতা করছে তা বুঝতে পারছি না। তারপর বাঁকুড়ায় এসে মোদি'র সুরও অনেকটা নরম হয়েছে সে বিষয়টা সকলেরই চোখে পড়ছে। অন্যদিকে কংগ্রেস অদৃশ্যভাবে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে সাহায্য করছে তা একটু চোখ–কান খোলা রাখলেই বোঝা যাবে। অতি সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন এবং এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট–এর কাজকর্মে কিছুটা শিথিলতা এসেছে, তা মনে করছেন রাজ্যের তথ্যভিজ্ঞ মহল।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমনভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হল? এর জন্য পুরোপুরি দায়ি করা যায় বামফ্রন্ট তথা সিবিআই(এম) এবং জাতীয় কংগ্রেস আর আংশিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একবার বলেছিলেন, দেশের ১০ শতাংশ মানুষ সরাসরি যুক্ত থাকেন রাজনীতির সঙ্গে। কিন্তু বাকি ৯০ শতাংশ রাজনীতি মুক্ত মানুষ ঠিক করেন কারা সরকার গঠন করবেন। এই ৯০ শতাংশ মানুষদের তিনি 'গ্রে রিজিয়ন'–এর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পশ্চিমবাংলায় এতদিন মানুষজন মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তার মধ্যে মূল প্রতিপক্ষ ছিল তৃণমূল কংগ্রেস বনাম সিপিআই(এম)। ১৯৯৯ সালের পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটে কংগ্রেস ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। এরই মধ্যে বিজেপি ভোট পেত ৩ থেকে ৪ শতাংশ। কিন্তু এবার বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম) প্রায় 'ওয়াকওভার' দিয়ে দেওয়ায় এবং টেলিভিশন মিডিয়ার প্রচারের দাপটে রাজ্যের কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে বিজেপি গজিয়ে উঠছে। এরজন্য তৃণমূল কংগ্রেসও আংশিকভাবে দায়ি। তাদের দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং চিটফান্ড প্রধানত সারদা কেলেঙ্কারির মতো ঘটনায় নানান ধরনের অভিযোগের জেরে তারা কিছুটা যে অস্বস্তিতে পড়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সবাই জানেন, চিটফান্ড কোম্পানিগুলির জন্ম হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলে এবং তাদের আসল নিয়ন্তা হল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট। কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট এই ধরনের ব্যবসা চালু করার অনুমতি দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমগ্র বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বিগত বামফ্রন্ট এবং বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চিটফান্ডের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনবার আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশে দিল্লিতে পাঠানো হয় বিলে অনুমতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনও তা অনুমোদন পায়নি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারদা চিটফান্ড গ্রুপের কর্ণধার সুদীপ্ত সেন ও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে গ্রেফতার করলেও রাজ্যের শাসকদলের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকা এবং অর্থ তছরূপের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। সম্ভবত সেই কারণে রাজ্যের কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে বিজেপিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতে শুরু করেছে। যদিও তারা কোথাও সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। অভিজ্ঞ মানুষেরা জানেন, লোকসভার মতো নির্বাচনে সংগঠনের ব্যাপ্তি যথাযথ না হলে ভোটের বাক্সে জয়ের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও তাঁর বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর সাধারণ ভোটাররা বিভ্রান্ত হতে শুরু করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেস ও বিজেপি, উভয় দলের কাছেই বার্তা পৌঁছে গিয়েছে এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কমপক্ষে ২৩–২৪টা আসন পাবে। এর চেয়ে সংখ্যাটা আরও বেশিও হতে পারে। তাই সরকার গঠন করতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুষ্ট করা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই দুটি দলই আসলে নেমে পড়েছে। দু'দলই আশা করছে, সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে তৃণমূল সুপ্রিমো তাদের ফ্রন্টেই যোগ দেবেন। কিন্তু পোড় খাওয়া একদল রাজনৈতিক ভাষ্যকার মনে করছেন, বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয় দলের এমন অবস্থা হবে না তো যে তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী পদে সমর্থন করবেন? হিসেব অনুযায়ী এই সপ্তাহ শেষেই কারা সরকার গঠন করবে সেই দাবি কিছুটা পরিস্কার হয়ে যাবে। তাই সব উত্তর জানতে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও গত্যন্তর নেই।

চিটফান্ডের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনবার আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশে দিল্লিতে পাঠানো হয় বিলে অনুমতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনও তা অনুমোদন পায়নি।

নগ্ন দলতন্ত্রই গণতন্ত্রে নৈরাজ্যবাদের ভিত তৈরি করে

নির্মল গোস্বামী

বাড়িতে প্রতিদিন মা, বাবার মধ্যে চুলোচুলি হাতাহাতি হচ্ছে। অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি খেউড় চলছে। এই পরিবেশে যে ছেলেমেয়েরা লালিত হয় তাদের মনে মা, বাবার সম্পর্কে শ্রদ্ধার আসন যে টলে যায় তা মনোবিজ্ঞান দ্বারা স্বতোসিদ্ধ। বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশের নেতা মন্ত্রীদের অমৃত বচন–হুমকি–ভীতি প্রদর্শন আজ একথা বলা তো কালকে পালটি যাওয়া এ সব আচার আচারণের দ্বারা জনগম কেমনভাবে প্রভাবিত হয় দেশের নাগরিকদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় সে সম্পর্কে গবেষণালব্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ বোধহয় নেই। থাকলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হত।

গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের মতবাদের মানুষরা থাকবেই। সুতরাং একটা সরকারের কাজের প্রতি রাজ্যের সব মানুষের সমর্থন থাকবে – এ চিন্তা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সরকারের কাজকর্ম যখন সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত গণতান্ত্রিক যে পরিকাঠামো বর্তমান আছে তার মূলে কুঠারাঘাৎ করতে উদ্যত হয় তখনই আম নাগরিকদের আশঙ্কার বিষয় হয়।

আমাদের রাজ্যে বামপন্থীরা 'আমরা ওরা' বিভাজন করে দিল। বামনেতারা বিচারপতিকে 'লালা বাংলা ছেড়ে পালা বলে কুউক্তি করেছিলেন। নিরপেক্ষ স্বাধীন একটা সংস্থা নির্বাচন কমিশন। সেই নির্বাচন কমিশনের উপর আক্রমণ হলে বুঝতে হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর উপর আঘাত আসছে। বাম নেতারা এই কাজের পথপ্রদর্শক ছিলেন। অধুনা নেত্রীও একই পথে স্বচ্ছন্দে পদচারণা করছেন।

গণতন্ত্রে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি জনসাধারণের আস্থা যাতে বাড়ে, বিশ্বাস যাতে দৃঢ় হয় সেই প্রচেষ্টাই করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তবেই নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদর্শগত ভিত মজবুত হবে। তা না হলে জনগণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে সন্ত্রাসবাদের পথে চালিত হবার যুক্তি খুঁজে পাবে। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখছি যে বামেরা যা যা কাজ করেছিল তৃণমূল সরকার ঠিক সেই কাজগুলিই করছে আরও প্রকাশ্যে, বুক ফুলিয়ে। অথচ পরিবর্তনের দাবি ছিল এসব কাজ না করার। তাহলে কি ধরে নেবো গণতন্ত্রের প্রস্তাবিত পথে সরকারের ইচ্ছা থাকলেও চলতে পারে না। ওরাও পারেনি, এরাও পারছে না। তাহলে গণতন্ত্র শুধুই সংবিধানে আবদ্ধ থাকবে, আর আমরা ফুল–দুর্বা দিয়ে পুজো করব। বাস্তবের মাটিতে দেখব যে শিক্ষা সংসদের সভাপতি প্রকাশ্যে বলছেন 'তৃণমূল করলে চাকরি হবে। আমরা তৃণমূল সমর্থকদেরই চাকরি দিয়েছি।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংসদ সভাপতির কথাবার্তার টেপ প্রচারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন চাকরি কাকে দেবো, কি করে দেবো সেটা আমাদের ব্যাপার – ভিতরের ব্যাপার।

যে ছেলেটা একবুক আশা নিয়ে অনুশীলিত মেধা নিয়ে পরীক্ষায় বসেছিল জীবনের শুরুর শুরুতেই সেই ছেলেটির চাকরি না পাওয়াকে সে কি চোখে দেখবে? একেই সুযোগ সীমিত তার ওপর যদি প্রকাশ্য পক্ষপাত হয় তবে দেশের শাসনব্যবস্থার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আর আস্থা থাকবে না।

নাগরিকদের সুবিচার দ্রুত পৌঁছে দেওয়াই সরকারের কর্তব্য। পাড়ুইয়ে সাগর ঘোষ হত্যাকাণ্ড একই দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফল বছর ঘুরে গেলেও ঘোষ পরিবার বিচার পেল না। পুলিশের গাফিলতি কৈফিয়ৎ তলব করে ডি.জি.কে যখন সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দিল বিচারপতি তখন সরকারই ডিভিশন বেঞ্চেও আপিল করে বিচার বিলম্বিত করার চেষ্টায় সফল হল। প্রশ্ন হল মৃত ব্যক্তির ছেলের প্রতি পরিবারের প্রতি সরকার কি সুবিচার করল। তাহলে আমাদের সরকার এই কথাটা গর্ব করে বলতে পারবে কি? খুব সহজেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমতে থাকবে।

এই ঘটনায় যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তারা ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সব দেখে এবং ভাবে যে আমার সঙ্গে যদি এই ঘটনা ঘটতা তাহলে আমিও বিচার পেতাম না। আমার বেকারীটা দলতন্ত্রের ফাঁদ কেটে কোনওদিনই আর মুক্তি পাবে না।

পোশাকের প্রয়োজন হয় নগ্ন তাকে ঢাকার জন্য। কারণ, সেটাই সভ্যতা মানুষের অনেক সমষ্টিগত অধ্যাবসায়ের ফসল হল সভ্যতা। ফলে পোশাকের ভিতর কি আছে তা বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। তেমনি সরকার দলের কর্মীরা চাকরি দু'চারটে পাবে। কনট্রাকট কিছু পাবে। থানার পুলিশ প্রশাসন তাদের কথা মেনে চলবে – এসব ঘটনা সকলেই জানো কিন্তু প্রশাসনের কর্তারা যদি প্রকাশ্যে এইসব কাজের জন্য বাহবা নিতে চান। যদি বুক ফুলিয়ে বলেন বেশ করেছে, বিনা টেন্ডারে কাজ করেছে, আমি বলেছি তাই করেছে, অপরাধীদের পক্ষে প্রকাশ্য সভায় সওয়াল করে সার্টিফিকেট দেয় তাহলেই শঙ্কা জাগে মনে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা না রাখার জন্যই যেন পণ করে বসেছে এই সরকার। আর এর ফিডব্যাক চুইয়ে চুইয়ে অপরাধীদের সাহসী করে তুলছে। তাইতো ইভটিজিং–এ বা ধর্ষণে অভিভাবকরা বাধা দিলে আক্রান্ত হচ্ছেন। এতো দিনের ধারণা ছিল যে বাধা পেলে ভয়ে অপরাধীরা পালায়। এখন তোমার মেয়েকে বা বোনকে ধর্ষণ করব বাধা দিতে এলে তোমাকেও মারব – এই মনোভাবের ব্রিডিং গ্রাউন্ড কিন্তু সুপ্ত আছে– আইন না মানা সরকারের ডোন্ট কেয়ার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে।

ভোটের সময় কোন বক্তব্যে দলের কর্মীরা হাততালি দেবে, আর আম নাগরিক শঙ্কিত হবে – এটা মাথায় রাখা দরকার। এবারের নির্বাচনে প্রথম ভোট দেবে এমন যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি। ভোটের জন্য সবদলই তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছে। তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের আস্থা যাতে সরকারি কাজকর্মে ফুটে ওঠে সেটাই তাদের মূল্য বিবেচ্য বিষয়। সংবিধান যখন সরকার দ্বারা লঙ্ঘিত হয়, আইন যখন আইনের রক্ষকরা ভাঙে, তখন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ দেখা। নৈরাজ্যবাদ খুব সহজেই মাথাচাড়া দেবার সুযোগ পায়। আমাদের রাজ্যের শাসকরা অনেকাংশে সেই পথকেই প্রশস্ত করে দিচ্ছে।

পাঠকের কলমে

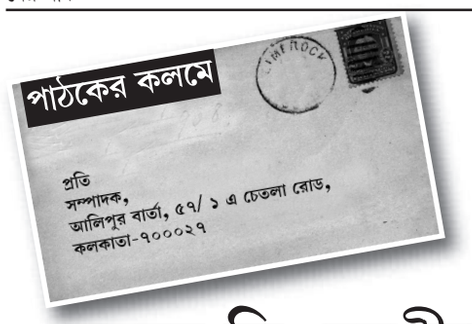

মুনমুন কি দেবশ্রীকে অনুসরণ করবেন

দেবশ্রী রায় ভোটের আগে রায়দিঘী সন্নিহিত অঞ্চল চষে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু ভোটের পর আর ফিরেও তাকাননি। মুনমুনও যে এরকম করবেন তা বেশ বোঝা যায়। কারণ, নিজের যোগ্যতা নয়, মৃত সুচিত্রা সেনের ভাবমূর্তিকে আশ্রয় করে তিনি ঘুরছেন। কিন্তু সুচিত্রা সেন দেশকে কি দিয়েছেন! নিজে অভিনয় করে যা রোজগার করেছেন তার ক'ফোঁটা দেশবাসীর জন্য ব্যয় করেছেন। চলচ্চিত্র জগতে রোজগার কমে গেলে রাজনীতিতে এসে সুরক্ষিত হওয়ার জন্যই সকলে সাংসদ হন। অন্য সাংসদরা মানুষের কাছে একবারের জন্য এলেও মুনমুন যে একবারও আসবেন না তা দেবশ্রী'র উদাহরণই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ে অকাতরে মানুষের সেবায় নিঃশব্দে নিরবে নেমে পড়েছিলেন যে অভিনেত্রী, তাঁর নাম কানন দেবী। সমাজের অন্ধকার অঞ্চল থেকে উঠে এসেও যথার্থ কানন হয়ে মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে আছেন। তাঁর মতো দরদী শিল্পী কোথায়?

মেখলা সরকার

টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা–২৬।

অমৃতকথা

২২৩। ঝড় উঠলে অশত্থ গাছ, বট গাছ চেনা যায় না। জ্ঞান–চৈতন্য উদয় হোলে জাতিভেদ থাকে না।

২২৪। কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর আবার তাতে হাঁড়ি তৈরি করে, কিন্তু পোড়া হাঁড়ি ভাঙ্গলে আর তাকে নেয় না। তেমনি অজ্ঞান অবস্থায় মরলে আবার তাকে জন্ম নিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান–চৈতন্য উদয় হয়ে মরলে আর জন্ম নিতে হয় না।

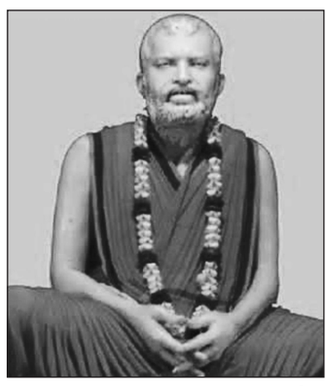

২২৫। সিদ্ধ ধানে গাছ হয় না, অসিদ্ধ ধানে হয়। সিদ্ধ হয়ে মানুষ মরলে আর জন্ম হয় না, কিন্তু অসিদ্ধ অবস্থায় মরলে আবার জন্ম নিতে হয়।

২২৬। প্রশ্ন– এক সচ্চিদানন্দই সত্য, শাস্ত্রাদির বাহ্যিক আচার ব্যবহারের দরকার কি?

উত্তর– চাল দরকার বটে, কিন্তু চাল পুঁতলে গাছ হয় না, ধান বুনতে হয়। তুঁষ যদিও দরকার নেই, কিন্তু তুঁষটি চালের গায়ে না থাকলে গাছ হয় না। সেই রকম শাস্ত্রাদির সমস্ত বিধি পালন না করলে ধর্ম্ম লাভ হয় না।

২২৭। প্রশ্ন– আপনি ছেলেদের এতো ভালবাসেন কেন?

উত্তর– বালকের মন ষোল আনা নিজের কাচে থাকে, ক্রমে বিয়ে হলে আট আনা স্ত্রীর ওপর যায়। ছেলে হলে বার আনা কেড়ে নেয়। বাকি চার আনা বাপ, মা, মান, সম্ভ্রম, অহঙ্কার, বেশভূষা প্রভৃতিতে চলে যায়। এ জন্য ছেলে বেলায় যার মন ঈশ্বরে যায়, সে সহজে তাঁকে লাভ করতে পারে। বৃদ্ধদের হওয়া বড় শক্ত।

২২৮। টিয়াপাখীর গলায় কাঁটি উঠলে আর পড়ে না, ছানা বেলায় শেখালে পড়ে। বুড়ো হলে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলে বেলায় যায়।

২২৯। কচি বাঁশ সহজে নোয়ান যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়। ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বুড়েআ বেলায় টানতে গেলে ছেড়ে পালায়।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

বিষণ্ণতায় বিদায় নিচ্ছেন আগামীর দিকনির্দেশক

অনিমেষ সাহা

ভারতীয় অর্থনীতির চালক রূপে বেশ অনেকটা দিন কাটিয়েছেন। কখনও বিরাট কোহলি'র মতো ঝড়ো ইনিংস আর কখনও সাধারণ রঞ্জি খেলোয়াড়ের মতো ঢিমেতালে চলার মধ্য দিয়েই তার বিদায় বেলা উপস্থিত হল। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যানেরা পদ থেকে সরে যাওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাই তুলে ধরলেন বদলে যাওয়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কীভাবে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় অর্থনীতির রূপরেখা তৈরি করেছেন।

যে সমস্যাগুলো জাতীয় অর্থনীতিকে এখনও বিপর্যস্ত করে রেখেছে তা যে রাতারাতি চলে যাওয়ার নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ২০১৩–১৪ সালের চলতি খাতের ঘাটতি এখনও বিপদসীমার নীচে নামেনি, তাছাড়া রফতানির পরিমাণ সেভাবে না বাড়া এবং আমদানি ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় দুটোর মধ্যে ফারাক ক্রমাগত বেড়েছে। তাই এ সমস্যাগুলো দেশের পক্ষে খারাপ। তেল আর সোনার আমদানি কমানোর জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে মনমোহন একথা বলতে ভোলেননি যে, বিগত বছর এই পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে তার সখ্যতা এবং দেশের অর্থনীতির রূপকার হিসেবে তার ভূমিকা কতটা অপরিহার্য্য ছিল। তবে যেভাবে অর্থনীতির খোলা হাওয়া তিনি দেশে প্রবেশ করিয়েছিলেন তাতেই অবশ্য ভর করে আজকের অবস্থায় পৌঁছানো গিয়েছে। কিন্তু সারা বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা যেভাবে মাথা চাড়া দিয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল ভারতে। জাতীয় উন্নয়নের হারও গিয়েছিল কমে। তবে খোলা হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখেও যেভাবে মিশ্র অর্থনীতির মধ্য দিয়ে মনমোহনিক্স তার নিজস্ব পথ তৈরি করে নিয়েছিল, তাতে ইউপিএ সরকার তার দশ বছর পূর্ণ করেছে। এরমধ্যে একসময় যেমন উন্নয়নের হার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছিল তেমনি আবার তা হিন্দু উন্নয়নের হারের (কম হার) কাছে চলে আসে। তবে এর মধ্যেও জাতীয় অর্থনীতিকে একটা নতুন পথে দাঁড় করিয়েছে।

অর্থনীতি

মনে রাখতে হবে মনমোহন সিং–এর অর্থনীতি কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল। তবে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে এক বিষণ্ণ বেলায় যেন শেষ হল মনমোহন যাত্রা। তবে উন্নয়নের যে রূপরেখা এই পরিকল্পনা কমিশনকে করার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন তা হয়ত পুরোপুরি করা যায়নি।

তবে এক নতুন পথ খুলে দিয়ে গিয়েছেন। তাই বিদায়ের শেষ বেলায় আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্র যে পরিবর্তিত হচ্ছে তার সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিকে চালনা করতে হলে পরিকল্পনা কমিশনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে সে কি কথা তিনি তুলে ধরেছেন।

আর বলেছেন ২০১৫ সালে বাজেটীয় সাহায্য যেখানে ছিল ১.৩২ লক্ষ কোটি তা এখন পৌঁছেছে ৫.৫ লক্ষ কোটিতে। তাই এই অর্থ যদি বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তবে জাতীয় অর্থনীতি আরও বেশি সুদৃঢ় হবে। তাই তিনি সরলেও পরিকল্পনা কমিশনকে আরও পথ চলতে হবে।

আপনিই রিপোর্টার

পাঠকেরা আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক উন্নতি–অবনতির খবর ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা– ২৭। ইমেলও করতে পারেন alipur_barta@yahoo.co.in, alipur-barta1966@gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

রাজ্য রাজনীতি

কোন পথে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড

ঝাড়গ্রাম আর ঘাটালে গত দু'দিন ধরে প্রায় ৭০ শতাংশ জায়গায় ঘোরার পর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। দীর্ঘ ৩২ বছর সাংবাদিকতা করার মাঝে পাঁচটি লোকসভার নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবারে কিন্তু এই দুটি জায়গায় একটু ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়েছে। ঘাটালে ২০০৯ সালে এই আসনে গুরুদাস দাশগুপ্ত জিতেছিলেন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ভোটে। এবার ভোটারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ। আর গুরুদাস দাশগুপ্তর জায়গায় এসেছেন সন্তোষ রাণা। এতদিনের লালদুর্গে এবার কিন্তু ভোট পাবেন দীপক অধিকারী ওরফে দেব। মুশকিল হচ্ছে সন্তোষ রাণা সেভাবে কেন্দ্রে পরিচিতি–ই নন, অন্যদিকে দেবকে চেনেন আমজনতা। ঘাটালে কমপক্ষে ২০ জন মানুষকে প্রশ্ন করেছিলাম। দেবকে নে ভোট দেবেন? উনি তো তারকাপ্রার্থী। নির্বাচনে যদি জিতে যান তাহলে আর এ মুখো হবেন না। আর হারলে তো কথাই নেই। কিন্তু বিস্মিত হয়ে তাদের মুখে শুনলাম একই কথা। দেখবেন, দেব অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মতো নয়। জেতার পর ও ঠিক ঘাটালে আসলে স্থানীয়দের অভাব–অভিযোগের প্রতি নজর দেবে।

ঘাটালের স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানকার মানুষ নানাভাবে বিপন্ন। সাঁকোয়া, পলাশি, জনার্দনপুর, চাঙ্গুয়াল, বেনাপুর, বসন্তপুরসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় সাধারণ মানুষের উন্নয়নের সুবাস সবে মাত্র আসতে শুরু করেছে। ইড়াল, লক্ষণপুর, সিংহডাঙা, জলসরা প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ বিগত কুড়ি বছরে ভোট প্রায় দিতেই পারেননি। এমনকী ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও সেখানে একই অবস্থা ছিল। সম্ভবত এই কারণে দেব তাঁর ছোট–বড় পথসভা বা জনসভা, সব জায়গায় বলছেন, প্লিজ আপনার ভোটটা দিন।

ইড়াল, লক্ষণপুর, সিংহডাঙা, জলসরা প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ বিগত কুড়ি বছরে ভোট প্রায় দিতেই পারেননি।

অন্যদিকে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরার সময় দেখা গিয়েছে, সেখানকার সাধারণ মানুষ কিন্তু ভোট দেওয়ার জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন। ঝাড়গ্রামের অত্যন্ত স্পর্শকাতর দুটি এলাকা বিনপুর, বান্দোয়ানের বাসিন্দাদের কাছে মাওবাদীদের কথা বললেই তারা কিন্তু সযত্নে তা এড়িয়ে গিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জনৈক যুবক জানিয়েছেন, কিষেণজী মারা যাওয়ার পর থেকেই মাওবাদীদের মাজা ভেঙে গিয়েছে। আকাশসহ জনাচারেক মাওবাদীদের নেতানেত্রী নাকি চলে গিয়েছেন আরও গভীর অঞ্চলে, যেখানে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৯৭১টি। যার মধ্যে ৮০ শতাংশই হল স্পর্শকাতর। অকপটে বলতে চাই, এখনও এখানে উন্নয়নের কাজ অনেক বাকি আছে। তবে মূলত ঝাড়গ্রামে সরকারি আইডেনটিটি কার্ড সবসময় বুক পকেটে রাখতে হয়েছিল।

পনেরো–কুড়ি মিনিট অন্তর সেই কার্ড দেখতে চাইছিলেন রক্ষীবাহিনীর লোকজন। কলাইকুণ্ডায় রাখা হয়েছে দু'টি কপ্টার। আর টি সেট এবং স্যাটেলাইট ফোন, ওয়েবক্যামেরা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে জঙ্গলমহলের প্রায় সর্বত্র।

রাজ্যে তিনটি সভায় মমতাকে বিঁধলেন মোদি

বুধবার পরপর তিনটি নির্বাচনী সভা করতে বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি শ্লেষাত্মক ভাষায় মমতাকে আক্রমণ করেন। প্রথমে কৃষ্ণনগর, তারপর বারাসত এবং একেবারে শেষে তিনি সভা করেন উত্তর কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নানান ধরনের শ্লেষাত্মক ভাষা ব্যবহার করলেও এদিন তাঁর ভাষণে কখনই তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়নি। আগাগোড়াই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুখে না এনে 'দিদি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সারদা এবং টেট কেলেঙ্কারির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ঠিকই কিন্তু সভায় তাঁকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কখনও ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায়নি। কৃষ্ণনগর এবং বারাসতের সভায় তিনি সরব হন রাজ্যে ঘটে যাওয়া নারী নিগ্রহ নিয়ে। তিনি বলেন, মা–বোনেদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব দিদির ওপর বর্তায়। তিনি প্রশ্নের ঢং–এ বলেন, এরকম কেন হচ্ছে দিদি!

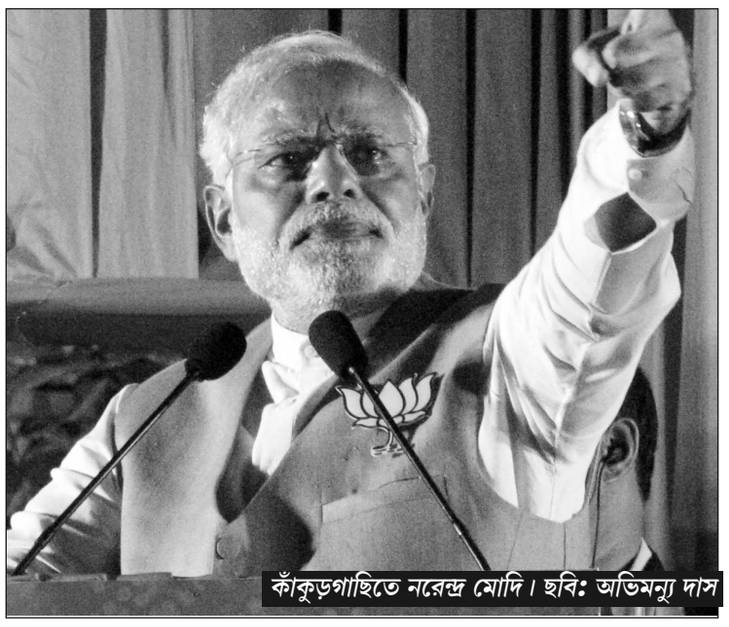

কাঁকুড়গাছিতে নরেন্দ্র মোদি। ছবি: অভিমন্যু দাস

তবে উত্তর কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে তাঁর কথার শ্লেষ চরমে ওঠে। তিনি বলেন, আমায় কেন কষ্ট করে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ঢোকাবেন। একশো টাকার দড়ি কিনতে দশ হাজার টাকার টেন্ডার ডাকা হবে। হয়ত দেখা যাবে, সেখানে টেন্ডার জমা দিয়েছে সারদা। এতে বাংলার মানুষের ওপর বোঝা চেপে যাবে। তার চেয়ে আমায় বলবেন, কোন জেলে যেতে হবে, সেখানে ঢুকে যাব। আজ আমি আপনার অতিথি হয়ে এসেছি। আজই গ্রেফতার করুন না। ভালই হবে, জেলে বসে বাংলা ভাষা শিখব।

তিনি আরও বলেন, সারদা চিটফান্ডের কথা বলতেই এত কারেন্ট লাগল। আপনার যদি সাহস থাকে, তাহলে প্রকৃত অপরাধীদের জেলে ভরে দিন না।

নরেন্দ্র মোদির এই তিনটি সভায় বক্তব্য পেশ করার পর তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছেন, তোমার ঔদ্ধত্য কেমন করে ভাঙতে হয়, তা আমি জানি। বাংলার মাটিতে তোমায় প্রচার করতে দিচ্ছি, এটা আমাদের সৌজন্য। চাইলে তা এক সেকেন্ডে রুখে দিতে পারতাম। কিন্তু এটা বাংলার সংস্কৃতির নয়, তাই দিইনি। নরেন্দ্র মোদি কাঁকুড়গাছির সভায় বলেন, দিদির শরীর যাতে খারাপ না হয়ে যায়, তার জন্য ডাক্তার বন্ধুদের বলব এইটুকু সাহায্য আপনারা করবেন।

নারদ গায়েন

মমতা এখন নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

একের পাতার পর

আরও কত কী! 'কন্যাশ্রী'র সোনালী রেখা ছাড়া আর সোনার বাংলা গড়ার অবকাশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেলেন কই? টলিউড বাহিনীর মনোরঞ্জন, এক শ্রেণির স্তাবক কূলের কল্যান বিধান ছাড়া কল্যাণকামী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ শুধু কথার কথা হয়ে রইল অথচ প্রায় বিরোধীশূন্য রাজ্যে উন্নয়নের সত্যিকারের ঝড় তোলা যেত তা হলে অন্তত বিভিন্ন গণমাধ্যমে তৃণমূলী 'সাংবাদিক' কাম এজেন্ট কৌশলে রেখে দেওয়ার দায় থাকত না। যে দৈনিকের সৃষ্টি হয়নি এমন দৈনিক পত্রিকাকে সরকারি গ্রন্থাগারে রাখার বার্তা কিংবা যে সংবাদ চ্যানেল এখনও প্রকাশ্যে এল না সেখানে 'নিজেদের সাংবাদিক'কে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানোর কৌশল খাটানোর প্রয়োজন পড়ত না।

সারদা–টেটের ফোকাস ঘোরাতে গিয়ে লাগাতার মোদি আর সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তোলায় আজ বাংলায় মোদি বনাম মমতা হাওয়া উঠে গিয়েছে যা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষে স্বস্তিদায়ক হবে না। আইনজীবী মহল থেকে শিক্ষকমহল, চিকিৎসক মহল থেকে সাংবাদিক মহল কিংবা সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে চাকুরীজীবী অধিকাংশ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিগত দু'তিন সপ্তাহ নির্বাচনী জনসভাগুলিতে যে ভাব ও ভঙ্গিমায় বিরোধী বিশেষ করে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন তা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছে, তবু অনেকেরই বাংলার তিন বছরের সরকারের প্রতি একটা দুর্বলতা কাজ করছে, পরিবর্তনের স্বাদ পাওয়া মানুষজন আবার পরিবর্তন চাইলেও এখনই বাম জমানা চান না অন্যদিকে বিজেপি'র প্রতি আগ্রহ থাকলেও, মোদির প্রধানমন্ত্রীত্ব সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত থাকলেও তারা এ–রাজ্যে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল বিজেপি সম্পর্কে সন্দিহান। শিক্ষা জগতের এক অধ্যাপিকা তৃণমূল নেত্রী সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কের স্থিরতা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে দমদম প্রার্থীর সমর্থনে পদযাত্রা করছেন। হয়ত শাসকদলের সুবিধা ও অসুবিধা এটাই।

মমতার বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও কেন কোথাও বুথ দখল করে গা জোয়ারি দেখান হল বিগত ভোট পর্যায়গুলিতে তা বিস্ময়কর। এটা অতি তৃণমূলীদের পেশী আস্ফালন না পদ্ম আশঙ্কা তা সময়ই বলবে। তবে পরিবর্তনের সঙ্গী ছিল যাঁরা তাঁরা অনেকেই আজ মমতার সঙ্গে নেই। নেই কংগ্রেসসহ সেদিনের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ। এবারের এই মোদি কেন্দ্রিক নির্বাচনে আগামী দিনে কংগ্রেস–তৃণমূল কিংবা কংগ্রেস–বাম এক হতেই পারে। অবশ্য রাজনীতিতে সবই সম্ভব, রাম–বাম একসময় হাত ধরেছিল। বিজেপি সঙ্গীসহ ম্যাজিক ফিগার ২৭২–এ পৌঁছতে পারলে বাকি শিবিরগুলি কতটা ঐক্যবদ্ধ থাকবে তা আগামী দিনই বলবে কিন্তু বাংলায় যে আবারও এক পরিবর্তনের ঝড় উঠবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আজ মমতার সমর্থনে যেভাবে বলিউড ও টলিউড ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই সব সত্যিকার বসন্তের কোকিলরা দিদির পাশে থাকেন কিনা সন্দেহ। সুপ্রিমকোর্ট সারদা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্ত যদি সঠিক পথে এগিয়ে যায় অনেক রথী–মহারথী হয়ত তাঁদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রক্ষা করতে পারবেন না। রাজনৈতিক একগুঁয়েমি ছেড়ে যদি আগেই সিবিআইকে মমতা ডাকতেন তাহলে মমতার সরকারের এই নৈতিক পরাজয় ঘটত না। প্রায় ৬৫ জন সারদার আমানতকারী আত্মহত্যা করেছেন, ২৮ লক্ষের বেশি মানুষ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। দেশ জুড়ে প্রতারিত মানুষজন। এই পরিস্থিতিতেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যের সিট নব্বই শতাংশ তদন্তত শেষ করছে এমন দাবি টিকলো না। তৃণমূল সাংসদকে জেলে দিয়েছে মুখ রক্ষা হল না। সারদার আঁচে বাংলার পরিবর্তনের নেত্রী আজ নিজেই আয়নার সামনে তাঁর প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছেন। মমতার প্রতিদ্বন্দ্বী আজ মমতাই। এটা হবার কথা ছিল না। বাংলার মানুষ তিনবছর আগে এমন ভাবনা ভেবে বুথে যাননি।

সিবিআই তদন্তের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টে

একের পাতার পর

আশঙ্কা সারদা কাণ্ডের প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশে জেলের মধ্যে সুদীপ্ত সেন ও কুণাল ঘোষকে মেরে ফেলা হতে পারে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার আবেদন জানান তিনি।

এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সিপিআই(এম)–এর সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রকাশ কারাট বলেছেন, সারদার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের একাংশের মত হল, সুপ্রিমকোর্টের এই রায়ের ওপর প্রভাব পড়বে লোকসভা নির্বাচনের শেষদফার নির্বাচনে। ওয়েস্টবেঙ্গল জনতা পার্টি (ইউনাইটেড) সভাপতি অমিতাভ দত্ত সুপ্রিমকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আশা করেন আমানতকারীরা টাকা ফেরৎ পাবেন এবং দোষীরা শাস্তি পাবে।

মোদিকে রুখতে মমতায় আপত্তি নেই বর্ধনের

নরেন্দ্র মোদি'র অশ্বমেধের ঘোড়া আটকাতে অ–কংগ্রেসি, অ–বিজেপি জোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করবেন না সিপিআই–এর বর্ষীয়াণ নেতা এ.বি. বর্ধন। ৮৯ বছর বয়স্ক এই বৃদ্ধ নেতার বক্তব্যকে যদিও আমল দিতে চায় না তাঁদের দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সম্প্রতি কেরালার একটি টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি বলেন, যেভাবেই হোক দিল্লির আসনে বসা থেকে মোদিকে আটকাতে হবে। আমার মনে হয়, বিজেপি'র সহযোগীরা খুব বেশি হলে ২১০টির বেশি আসন পাবে না। সেই জন্য বিকল্প সরকার গড়ার সুযোগ এলে বামপন্থীরা এবং অ–কংগ্রেসি ও অ–বিজেপি দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তখন স্বাভাবিকভাবেই মমতা ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে আলোচনা হতে পারে। একসময় সিপিআই দলের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য শ্রী বর্ধনের নয় বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি টিভি'র পর্দায় বার বার দেখানোর পর তা শ্রী বর্ধনের ব্যক্তিগত মত বলে জানানো হয়।

পাড়ুইয়ে সিপিএম কর্মী খুনের ঘটনায় ৩৫ জন তৃণমূল নেতার যাবজ্জীবন

পাড়ুই থানার থিরুলি গ্রামে সিপিএম কর্মী খুনের ঘটনায় কসবা গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ–সভাপতি শেখ সাজমানসহ ৩৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে সিউড়ি আদালত। মঙ্গলবার আদালতের প্রথম অতিরিক্ত দায়রা বিচারক শুভ্রদীপ মিশ্র এই নির্দেশ দিয়েছেন। দীর্ঘ ১৮ বছর পর বিচারক মাননীয় শ্রী মিত্র এই রায় দেওয়ার পর খুশি মৃত জয়নাল আবেদিনের পরিবার। সরকারি আইনজীবী এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, ১৯৯৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর খিরুলি গ্রামে এই খুনের ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনায় মোট ৩৭ জনের নামে চার্জশিট জমা পড়ে। ৩৫ জনকেই ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করার পর জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। ঘটনাচক্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের কসবা অঞ্চলের সহ–সভাপতি শেখ সাজমান, ওই অঞ্চলের সাগর ঘোষের নিহত হওয়ার ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত।

নিহত জয়নাল আবেদিনের মেয়ে আজমিরা বেগম বলেছেন, বাবা কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। তাই তাঁর খুনিদের আল্লা কোনওদিন মাফ করবেন না, তা আমরা আগে থেকেই জানতাম। এই দিনটার জন্য আমরা এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম।

ব্যাটিং করব এখানে: মমতা

একের পাতার পর

তাহলে ভাবুন সারদার টাকা কারা নিয়েছে। তিনি বলেন, এবার রাজ্যে তৃণমূল খুব ভাল ফলাফল করবে। দিল্লিতে নির্ণায়ক শক্তি হবে তৃণমূল। এখানে যত ভাল ফলাফল হবে ততই দিল্লিতে তৃণমূলের শক্তি বাড়বে। তিনি বলেন, ব্যাটিং করব এখানে, বোল্ড করব দিল্লিতে। অভিষেক প্রসঙ্গে বলেন, কেউ কেউ বলছেন ও আমার ভাইপো, তাই টিকিট পেয়েছে। কিন্তু তা নয়, ও সব কিছু ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি করতে এসেছে। মানুষের পাশে থাকতে চায়। তরুণ প্রজন্মকে তুলে ধরার জন্যই ওকে প্রার্থী করা হয়েছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ প্রমুখ। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে নন্দীগ্রাম ও সরিষাহাটেও জনসভা করেন।

উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির ঝড় তুলছেন

একের পাতার পর

তাঁর আরও প্রতিশ্রুতি ক্ষমতায় এলে তারা নোনা মাটিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রযুক্তির প্রয়োগ করে সারা বছর চাষের ব্যবস্থা করবেন। জল নিকাশী খালগুলির সংস্কার করে ও নতুন খাল কেটে সারা বছর সেচের ব্যবস্থা করা হবে। করতোয়া, আঠারোঁকি, পিয়ালি ও মাতলায় ড্রেজিং করে নদী সংস্কার করা হবে। যেসব জায়গায় চর পড়েছে সেখানে পরিকল্পিত উপায়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে উঠবে। তিনি বিশেষভাবে বলেন, পূর্ববাংলা থেকে যে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও সরকারই কিছু করেনি। মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত জনজাতির একটা বড় অংশ এখানকার স্থানীয় অধিবাসী হলেও তাঁরা নাগরিকত্বের কোনও সুযোগ পান না। এঁদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি নির্বাচিত হলে।

ভোটদর্পণ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মহিলা প্রার্থী বৃদ্ধি পেয়ে ছয়, মোট ভোটার সাড়ে ৬৮ লক্ষেরও বেশি

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি লোকসভা আসনে পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা চারজন বাড়ল। পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে এ জেলার একমাত্র যাদবপুর লোকসভা আসনে 'বহুজন সমাজ পার্টি'র সন্ধ্যা মণ্ডল ও নির্দল রমা বসু মাত্র দু'জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন। এবার জেলায় মোট ছ'জন মহিলা প্রার্থী জেলার চার লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রয়েছেন। জয়নগর আসনে মোট ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে দু'জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রয়েছেন। বহুজন সমাজ পার্টি'র অনন্যা রায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বছর ৪৮–এর প্রতিমা নস্কর মণ্ডল। মথুরাপুর আসনেও মোট ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রয়েছেন। 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র (মার্কসবাদী)–র রিঙ্কু নস্কর। ডায়মন্ড হারবার আসনের মোট ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রয়েছেন। ডবলিউ পি–আই এর নাজমা ইয়াসমিন। যাদবপুর কেন্দ্রে দুই মহিলা প্রার্থী বহুজন সমাজ পার্টি'র সন্ধ্যা মণ্ডল ও নির্দল প্রার্থী সামালি দাস।

এদিকে এ জেলায় এবার জয়নগর আসনে মোট বুথ থাকছে ১,৭৫১টি, পুরুষ ভোট ৭,৫৬,৪৭৪, মহিলা ভোটার ৬,৯৭,১৪২ এবং অন্যান্য ভোটার ৩৬। মথুরাপুর আসনে মোট বুথ থাকছে ১,৮২৫টি। পুরুষ ভোটার ৭,৭১,৩৭০, মহিলা ভোটার ৭,১৪,১১৪ এবং অন্যান্য ভোটার ৮। ডায়মন্ড হারবার আসনে মোট বুথ থাকছে ১,৮৭৯টি। পুরুষ ভোটার ৮,১৪,৫৬১, মহিলা ভোটার ৭,৩৫,৯৪৪ এবং অন্যান্য ভোটার ২৫।

যাদবপুর আসনে মোট বুথ থাকছে ১,৯৫৯টি। পুরুষ ভোটার ৮,০৪,৭৭০, মহিলা ভোটার ৭,৭৪,১৭৪ এবং অন্যান্য ভোটার ৩৩। অন্যদিকে এ জেলার মধ্যে রয়েছে কলকাতা দক্ষিণ আসনের তিন বিধানসভা কসবা, বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের মোট ৯১০টি।

তার পুরুষ ভোটার ৩,৯৭,৪৬৯, মহিলা ভোটার ৩,৮৯,৮৭২ এবং অন্যান্য ভোটার ৫। সার্বিক হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট বুধ ৮,৩২৪টি এবং মোট ভোটার ৬৮,৫৫,৯৯৭।

কলকাতায় রয়েছে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা পৌর এলাকায় বর্তমানে ১৪৪টি ওয়ার্ড আছে। এর ১৪১টি ওয়ার্ডে নির্বাচিত পুরপ্রতিনিধি রয়েছে, আর 'ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতি'র জোকা–১ ও জোকা–২ গ্রাম পঞ্চায়েত যুক্ত হওয়ায় তিনটি ১৪২–১৪৪ ওয়ার্ড এবারই প্রথম পুরসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদিকে লোকসভার চারটি আসন কলকাতার এই ১৪৪টি ওয়ার্ডকে ঘিরে রয়েছে। আসনগুলি হল ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ ও কলকাতা উত্তর।

মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা আসনে কলকাতা পুরসভার ১৩৬–১৪১ মোট ছ'টি নম্বর ওয়ার্ড ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত। আর কলকাতার ৬০–৬১, ৬৩–৯৩, ১০৭–১০৮, ১১৫–১৩৫ এবং নয়া ১৪২–১৪৪ নম্বর মোট ৫৯টি ওয়ার্ড কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত এবং কলকাতার বাকি ১–৫৯ ও ৬২ নম্বর মোট ৬০টি ওয়ার্ড কলকাতা উত্তর লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত। এদিকে আগামী বছরের জুনের দ্বিতীয় পক্ষে কলকাত পুরভোট। তারও একটা গা ঘামানোর কাজ বর্তমান লোকসভা চলছে।

কোন কেন্দ্রের অধীনে কোন কোন বিধানসভা

১) ডায়মন্ড হারবার – ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ। *প্রার্থী সংখ্যা – ১৬।*

২) মথুরাপুর – পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘী, মন্দিরবাজার, মগরাহাট (পশ্চিম)। *প্রার্থী সংখ্যা –১০।*

৩) জয়নগর – জয়নগর, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, ক্যানিং (পশ্চিম), ক্যানি (পূর্ব) মগরাহাট (পূর্ব)। *প্রার্থী সংখ্যা – ১০।*

৪) যাদবপুর – যাদবপুর, সোনারপুর (উত্তর), সোনারপুর (দক্ষিণ), টালিগঞ্জ, বারুইপুর (পূর্ব), বারুইপুর (পশ্চিম), ভাঙর। *প্রার্থী সংখ্যা – ১৩।*

৫) দক্ষিণ কলকাতা – বালিগঞ্জ, কসবা, বেহালা (পূর্ব), বেহালা (পশ্চিম), কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী। *প্রার্থী সংখ্যা – ১৩।*

৬) উত্তর কলকাতা – চৌরঙ্গী, এন্টালী, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর–বেলগাছিয়া। *প্রার্থী সংখ্যা – ১৩।*

প্রথম সাধারণ নির্বাচন : ১৯৫১–'৫২ : কলকাতা

আসন সংখ্যা : চারটি

লোকসভা কেন্দ্র – জয়ী প্রার্থী

১. কলকাতা উত্তর–পশ্চিম– পদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা (ইউএসও সমর্থিত নির্দল প্রার্থী)

২. কলকাতা উত্তর–পূর্ব– হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সিপিআই প্রার্থী)

৩. কলকাতা দক্ষিণ–পশ্চিম– অসীম কৃষ্ণ দত্ত (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী)

৪. কলকাতা দক্ষিণ–পূর্ব– শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জনসংঘ সমর্থিত প্রার্থী)

তথ্য সংগ্রাহক : বরুণ মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথের ১৫৪–তম জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

পী মা না ছা ড়ি য়ে

বাংলার পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ

লালমোহন গায়েন

১৮৮২ সালে প্রথম দার্জিলিং–এ আসেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর ১৮৮৭ সালে শিলিগুড়ি থেকে ভাগ্নি সরলাকে নিয়ে আসার অনবদ্য বিবরণ দিয়েছেন করি যা দেখায় তা দেখতেই হয়। কখনও গাছ, কখনও বা মেঘ, কখনও বা দুর্জয় খাঁদা নাকওয়ালি মেয়ে, কখনও বা এমন কতকি যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দুঃখ করছে যে, রবি মামা দেখতে পেলে না। ... গাড়ি চলতে লাগল বেলি (রবীন্দ্রনাথের বড় কন্যা) ঘুমতে লাগল... ক্রমে ঠাণ্ডা তারপর মেঘ তারপর ন'দিদির সর্দি, বড়দিদির হাঁচি, তারপরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কনকন, হাত ঠান্ডা, মুখ নীল, গলা ভার ভার এবং তারপরেই দার্জিলিং।'

এর পরে বহুবার তিনি দার্জিলিং–এ আসেন। ১৮৯৫, ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে শেষবার। এখন যেখানে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজের হোস্টেল ক্যাসেলটন, সেখানে বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন। ১৯১৪–তে এসে ছিলেন উডল্যান্ডে। সেবার সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী। ১৯৩৩–এ তাঁর ৭২ বছর পূর্তি হয়েছিল এই শৈল শহরেই। সেই উপলক্ষে জিমখানা ক্লাবে ২৫ বৈশাখ তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল মহাসমারোহে। নিজের গলায় আবৃত্তি করেছিলেন, তার তালে তালে হয়েছিল নাচ। সেবার ছিলেন তিনি গ্লেন ইডেনে। ১৯২২–এ দার্জিলিং–এর পাগলাঝোরা দেখেই মুক্তধারা কবিতা লিখেছিলেন।

কার্সিয়াং ও কালিম্পঙ–এ বহুবার গিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরার সাহিত্যপ্রেমী রাজা বীরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল সকলেই জানেন। ১৮৯৪–এ মহারাজের সঙ্গে কার্সিয়াং–এ দিনের পর দিন সাহিত্য আলোচনা করতেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে বীরচন্দ্রের রক্ষী কর্ণেল মহিম ঠাকুর লিখেছেন, 'রাত দশটা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত ও কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন।' মহারাজ বৈষ্ণব পদাবলি সঠিকভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য এক লক্ষ টাকা খরচ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হওয়াতে সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

কালিম্পঙ–এ গৌরীপুরের জমিদারদের বাড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে ২ কিলোমিটার দূরে গৌরীপুর হাউসে থাকতেন তিনি। 'আকাশবাণী কার্সিয়াং' উদ্বোধনের দিন এই বাড়ি থেকেই তিনি টেলিফোনের মাধ্যমে নিজের গলায় 'জন্মদিন' কবিতাটি আবৃত্তি করেন যা সরাসরি রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়। ১৯৪০–এর ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি এই শহর নিয়ে লিখলেন, 'পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে / শূন্য আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে... আমার আনন্দ আজ একাকার ধ্বনি আর রং / জানে তা কি এই কালিম্পঙ!'

কালিম্পঙ–এ থাকার ফাঁকে ফাঁকেই তিনি বেশ কয়েকবার এসেছেন মংপু–তে। কারণ, সেখানে থাকতেন কন্যাসম সাহিত্যিক মৈত্রেয়ী দেবী। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৩৮–এর ২১ মে মংপুতে আসেন। ৯ জুন অবধি থেকে যান। পরের বছর ১৪ মে পুরী থেকে এসেছিলেন ১৭ জুন অবধি। সে বছরই ১২ সেপ্টেম্বর এসে থেকে ছিলেন প্রায় দু'মাস। ১৯৪০–এর ২৫ বৈশাখ কাটিয়েছিলেন এখানেই। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, ওই দিন 'সকাল বেলা ১০টার সময় স্নান করে কালো জামা, কালো রংয়ের জুতো পরে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমুর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধস্তোত্র পাঠ করল। কবি ইশোপনিষদ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন দুপুর বেলা জন্মদিন বলে ৩টে কবিতা লিখেছিলেন...। বিকেলে গেরুয়া রংয়ের জামার ওপর মালা চন্দন ভুষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। হেলা চেয়ারে করে বাড়ির পথ দিয়ে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল...। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে শিলাতলে এসে বসলেন। তিব্বতী ও ভুটানিরা শুরু করল তাদের তাণ্ডব নাচ।'

এই বাংলোতে এখন গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র সংগ্রহালয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পালকি, চেয়ার, খাট ছাড়াও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ছবি, তিনি যেসব কবিতা বা চিঠি ওখানে বসে লিখেছিলেন সবই সংরক্ষিত আছে। ওখানে বসে তিনি পাহাড়ি মানুষদের চিকিৎসাও করতেন। সেই ওষুধের বাক্সও আছে। দেখতে দেখতে মনে পড়বে তাঁর সেই অবিস্মণীয় লাইন ''কুজ্ঝটিজাল যেই সরে গেল মংপু'র / নীল শৈইলের গায়ে দেখা দিল রঙপুর... দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দুর / দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।

সি নে মা-সা হি ত্য

মগজাস্ত্রের আড়ালে

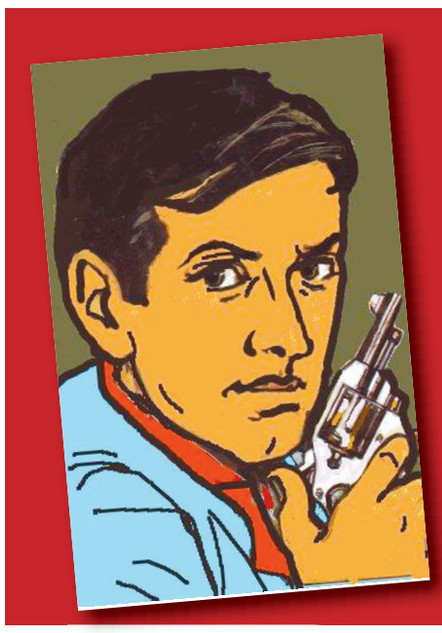

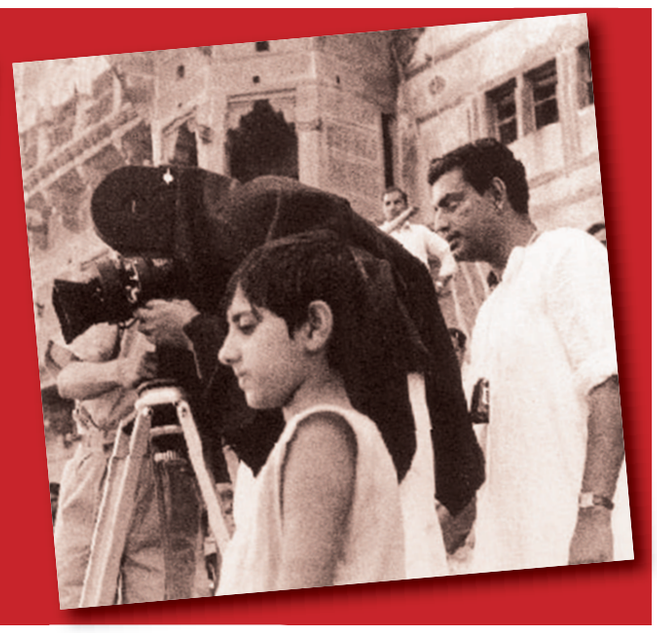

প্রতিম রাহা

পড়ন্ত বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার ৭০০০২৯–এ রজনী সেন রোড কিছু খুদে পড়ুয়াদের কোলাহলে বেশ মুখরিত, পিঠে স্কুলের ব্যাগ আর গলায় ঝগড়ার সুর। রোজ বোধহয় এপথে দলবদ্ধভাবে ফেরা হয় না, তাই স্কুলবন্দি পাখিগুলি ছাড়া পেয়েই আজ মহা সমারোহে জুড়ে দিয়েছে তর্ক। তর্ককারীদের একজনের গলার স্বর ও আত্মবিশ্বাস দুই–ই তুঙ্গে, অন্যদের বিশ্বাস করাতে সে বদ্ধপরিকর – 'বিশ্বাস কর ভাই, এখানেই থাকে, আমি অনেক জায়গায় পড়েছি। কাছাকাছির মধ্যেই তার বাড়িও দেখেছিলাম, বোধহয় ২১ নম্বর... টম্বর...'। কারও কারও সায় মিলছে, আবার কেউ কেউ বা ভাবছে থাকে যদি, তা গেল কোথায়? আর এইখান থেকেই শুরু হচ্ছে ঝগড়ার!

সত্যি, যদি সবই মিলত, যদি সব স্বপ্নই বাস্তব হত, তাহলে হয়ত খুঁজে পাওয়া গেলেও যেত ওই ২১ নম্বর–টম্বরের বাড়িটা। সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যেত ৬ ফিট উচ্চতার ওই মানুষটাকে যার পি সি মিটার বলে নিজ পরিচয় দেওয়াই স্বভাবসিদ্ধ। কোল্ট আর বাহুবল ছাড়াও মগজাস্ত্রে যাঁর বেশি আস্থা।

প্রদোষচন্দ্র মিত্র তথা ফেলুদার জন্মদাতা সত্যজিত রায় আজ স্মৃতির আড়ালে বিরাজমান। তবে বয়ঃসন্ধির এক নিখুঁত সুতোয় পাঠকের অন্তরে বাঁধা পড়েছে ফেলুদা তোপসে আর জটায়ু। থ্রি মাসকেটিয়ারস চিরকালই যেন তাদের কল্পনায় সজীব, ছুটে চলেছে হাজার রহস্যকে ভর করে। সেই কল্পনারই মেলবন্ধনে ১৯৭৪ সালে বই থেকে বড় পর্দায় থ্রি মাসকেটিয়ারসের প্রথম আগমন স্বয়ং সত্যজিতের হাত ধরেই। আর তখন থেকেই ফেলুদা পাঠক রূপান্তরিত হয় দর্শকে যাদের কল্পিত তিন চরিত্র বাস্তবায়িত নতুন এক রূপে।

ফেলুদার বয়স ২৮, তোপসে ১৫ আর খানিক নিরীহ রোগা রং ময়লা লালমোহনবাবুর বয়স আন্দাজ ও ৩৫–এর মতো। গড়পার থেকে রাজস্থান কিংবা হংকং থেকে লন্ডন সর্বত্রই এগিয়েছে রহস্য, হিসেবে পাল্টেছে দিন আর বয়সও। তবে সব ক্ষেত্রে হিসেব যেমন মেলেনা, তেমনই থ্রি মাসকেটিয়ারস ওই ২৮,১৫ আর ৩৫–এই পাঠকের মাঝে থেমে আছে। কাজেই কিছু অসম্ভব ফেলুদাপ্রেমী মানুষদের যে বড় পর্দার তিন চরিত্র মাঝেমধ্যে নিরাশ করে, তা বলাই সার। হয়ত বই পড়ে তাদের মনে যে রূপকথার তিন চরিত্র জন্ম নিয়েছে, তা বড়পর্দায় কোথাও যেন একটু বেমানান। কখনও বা তাদের বয়স খানিক বেশি আবার কখনও অভিনয় ভঙ্গিমা খানিক হতাশ করেছে। অন্তত বই থেকে উঠে আসা বড়পর্দার ফেলুদাকে এখনও হয়ত তারা তেমন ভাবে খুঁজে পায়নি। অবশ্য বড়পর্দায় নিখুঁত গল্পের চরিত্র খুঁজে পাওয়া যে অসম্ভবতুল্য একটা প্রয়াস, তা বোধহয় সন্দীপ রায় বা সত্যজিত রায়ের মতো পরিচালকরাই কেবল আন্দাজ করতে পারেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন তো থেকেই যায়, পাঠ্য ফেলুদা কি তবে দর্শনীয় হয়ে উঠে পাঠকদের হতাশ করেছে?

আবার পর্দার পুরনো ফেলুদার সঙ্গে একালীন ফেলুদারও একটি কাঙ্খিত তুলনা আমরা দর্শক মাঝে হামেশাই দেখতে পাই। দ্বন্দ্বটা সেকাল বনাম একালের। সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সন্তোষ দত্ত আর সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জির জুটি বনাম সব্যসাচী সক্রবর্তী, বিভু ভট্টাচার্য ও পরমব্রত চক্রবর্তীর জুটির। যদিও সন্দীপ রায়ের শেষ দুটি ফেলুদার ছবি 'গোরোস্থানে সাবধান' আর 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'–এর তোপসের ভূমিকায় অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্যকে দেখা গিয়েছে। তাও পুরনো আর নতুনের তুলনায় দর্শকরা যে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবেই, সে বলাই বাহুল্য। নতুন প্রজন্ম অবশ্য সব্যসাচীকেই ফেলুদা হিসেবে এগিয়ে রেখেছে, অ্যাকশনের যুগে ফেলুদার দৃঢ় রূপই তাদের পছন্দ। তবে ফেলুদারও বয়স বাড়ছে, একথা সব্যসাচী চক্রবর্তীর এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছ থেকেই শোনা গিয়েছে। তিনি চান, দর্শকমাঝেও যেন ফেলুদাই থাকে, ফেলুকাকুতে পরিবর্তিত না হয়।

দর্শক না চাইলে ফেলুদার ভুমিকায় তাঁকে আর দেখা যাবে না, এমনটাও তাঁর বক্তব্য। এমনিতেও ২০১১'র শেষের দিকে বিভূ ভট্টাচার্যের অকস্মাৎ প্রয়াণে তৎকালীন ফেলুদা জুটি খানিক থমকে গিয়েছে। অবশ্য সন্দীপ রায়ের আশ্বাস, ২০–তে বড়পর্দায় ফেলুদাকে হয়ত আবার দেখা যেতে পারে। ইতিমধ্যে আরেক বাঙালি পরিচালক সুজিত সরকার বলিউডে ফেলুদার আগমন নিয়ে নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। সোনার কেল্লা সিনেমাটিকে নতুনভাবে বড়পর্দায় তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই প্রধানত এই ভাবনা। ফেলুদার ভূমিকাতে এবার দেখা যেতে পারে অভিনেতা আমির খানকে।

সত্যজিৎ রায় আজ নেই। এতসব অ্যাডভেঞ্চারের পর ফেলুদা হয়ে পড়েছে গৃহবন্দি। কিন্তু সর্বক্ষণ মনের দরজা খুলে রেখে জগৎটাকে যে চিনতে শেখাল, সে মানুষটা কি এত সহজেই থেমে যাওয়ার? না, ফেলুদা থামেনি।

থামেনি সেই সব অগণিত বাঙালির অন্তরে যারা তাঁর মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়ে নিত্যনতুন ধ্বংস করে এযুগের মগনলাল মেঘরাজদের। আর রইল কথা বড়পর্দায় নিখুঁত চরিত্রের? তো তার সন্ধানে পাড়ি দিতে হবে ওই ২১ নম্বর রজনী সেন রোডের বাড়িটাতেই। যদি একবার অভিনয়ের জন্য রাজি করানো যায়...।

শ রী র নি য়ে ক থা

মহামারী হতে পারে আর্সেনিক থেকে হওয়া ক্যান্সার

গত সংখ্যার পর

আর্সেনিকের বিষে প্রথম যখন রোগী আক্রান্ত হন, তখন তাঁরা যে সমস্ত অভিযোগ ও উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকদের কাছে আসে সেগুলি হল দুর্বলতা, কাশি, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া, শ্বাসকষ্ট, বমি, পেট ব্যথা ও বারে বারে পেট খারাপ। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকার কোনও রোগী যদি বার বার এইসব অভিযোগ ও উপসর্গ নিয়ে আসে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে বিষটিতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কেবলমাত্র রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগের সন্ধান পাওয়া যায়। রোগীর চুল নখ পরীক্ষা করেই লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়।

ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে আর্সেনিকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই পর্যায়ে শরীর কালচে হয়ে যায় এবং হাড়ের নিচে এবং পায়ের নিচে গুটি দানা বের হওয়াই হল প্রধান লক্ষণ। এছাড়া আরও কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়।

১) গায়ের চামড়ায় বিভিন্ন জায়গায় বাদামী ছোপ, ২) হাত ও পায়ের চেটো পুরু হয়ে যাওয়া, ৩) শরীরের কোথাও কোথাও মাংসপিণ্ড উঁচু হয়ে ওঠা, ৪) হাত ও পায়ের আঙুল বেঁকে যাওয়া ও তাতে পচন ধরা, ৫) রক্তাল্পতা, ৬) যকৃৎ ও প্লীহা বড় হয়ে যাওয়া, ৭) পা ফুলে ওঠা, ৮) চোখের পাতার ভেতরে প্রদাহ, ৯) ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি।

গুটি দানা যদি একবার বেরিয়ে যায় তাহলে তা সবক্ষেত্রে কমে না। সেই গুটিদানা ১০–১৫ বছর বাদে ক্যানসারে পরিণত হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

'আভ্যন্তরীণ উপসর্গ' পর্যায়ে শরীরের অন্যান্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে। লিভার আক্রান্ত হয়। তার ফলে অন্য নানা উপসর্গ দেখা দেয়। চতুর্থ পর্যায় হল ক্যান্সার স্তর। এইক্ষেত্রে রোগীকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

পুরোপুরি কি মুক্তি পাওয়া যায় না

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন একবার যদি কেউ এই রোগের শিকার হন তাহলে তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। যদি একদম প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়ে এবং আর্সেনিক দুষ্ট জল যদি একদম না খাওয়া যায় তাহলে হয়ত বা একটা সুযোগ থাকে আর গায়ের কালচে দাগ পাঁচ–ছয় মাসের মধ্যে কমে যায়। তবে গুটি দানা যদি একবার বেরিয়ে যায় তাহলে তা সবক্ষেত্রে কমে না। সেই গুটিদানা ১০–১৫ বছর বাদে ক্যানসারে পরিণত হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

আর্সেনিক ছোঁয়াচে নয়

আর্সেনিক কোনও জীবাণুঘটিত রোগ নয়। তাই এটি কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়। পরিবারের একজনের হলে তার থেকে যে অন্যজনের হবে তা কিন্তু নয়। তবে পরিবারের সকলেই যদি একই আর্সেনিকযুক্ত জল পান করে তাহলে অনেকসময় সকলের হয়।

যাওয়া আসার পথে–পথে

আমরা শুধু ধোঁকা খাচ্ছি

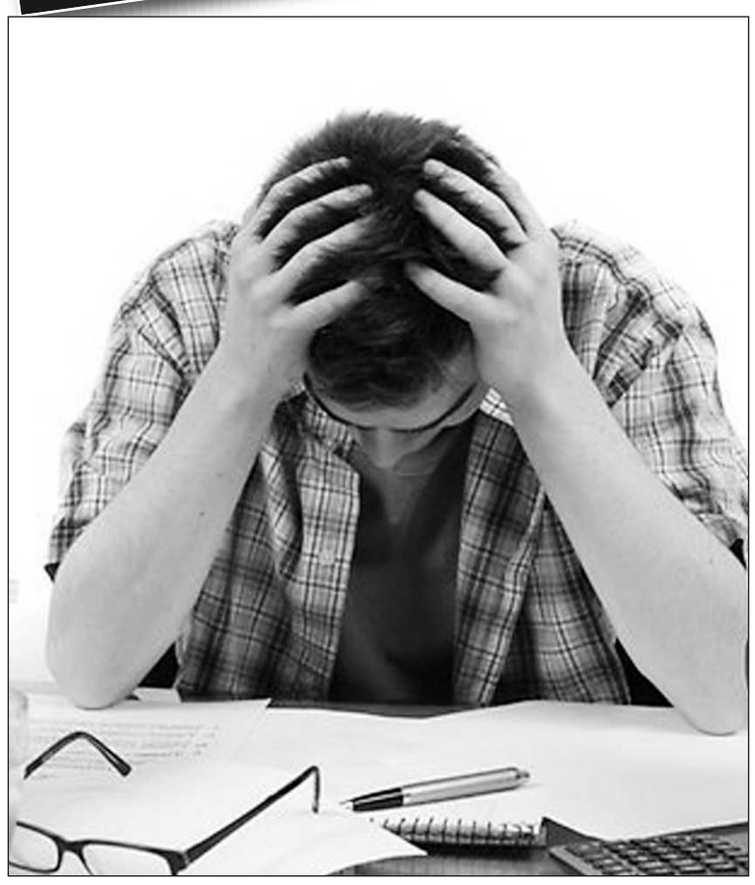

দীপক কুমার বড়পণ্ডা

বেহালা চৌরাস্তায় 'এস ৩১'নং বাসে উঠে বসেছিলাম। চোখের সামনে আগের বাসটা চলে গেল, সেটা ধরতে পারলাম না, তাই খানিকটা হতাশ লাগছিল। এখনতো কিছুক্ষণ আবার সময় নষ্ট। এদিকে মিটিং শুরু হয়ে যাবে। যাদবপুরে একটি অফিসে মিটিং। আমি মিটিং–এ সঠিক সময়ে যাওয়া পছন্দ করি। কিন্তু সবতো আমার হাতে নয়, যে আমি চাইলেই পারব। আগে বেরোনোরও উপায় নেই। এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, এমন সময় পাশে একটি ছেলে এসে বসল। রোগাটে ছোটোখাটো চেহারা। খানিকটা রুক্ষও বটে। জিনসের প্যান্টের ওপর গোল গলা কালো রঙের গেঞ্জি পরেছে সে। পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে কোলে রাখল, মুখটা মুছল, ঘামে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে। খেয়াল করলাম, ছেলেটি অন্য অনেকের মতো প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে কানে তার গুঁজল না। এখনতো এ এক নতুন ফ্যাসান। বাসে ট্রেনে দেখুন, সবাই কানে তার গুঁজে বসে আছে। হাজারটা প্রশ্ন করুন, কোনো 'রা' নেই। শুনতে পেলেতো উত্তর দেবে। মোবাইলে গান বা অন্য যাই শুনুক। তাছাড়া যেন পৃথিবীতে আর কোনো উপায় নেই। শুনতে পেলেতো উত্তর দেবো। মোবাইলে গান বা অন্য যাই শুনুক, তাছাড়া যেন পৃথিবীতে আর কোনো বিষয় নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, গলায় তার জড়িয়ে না কোনো বিপদ হয়। অবশ্য অনেকে বলেন, ভালোইতো বাসে ট্রেনে বাজে চর্চা বা তাস খেলার চেয়ে গান শোনা ভালো। অন্যের গোলমাল হয় না। যাকগে, সেসব কথা, যুবকটি চুপচাপ বসে আছে দেখে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করল। বললাম, ক্লাস ছিল নাকি? বয়সটা নিশ্চিত হচ্ছে পারছি না, তাই ভাববাচ্যে কথা শুরু করলাম। তবে অনুমানে বয়সটা মনে হচ্ছিল কুড়ি–একুশ হবে।

ছেলেটি বলল, 'ক্লাস নয়, ইন টার্নসিপ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসে মিউজিওলজির ছাত্র–ছাত্রীদের যে কোনো মিউজিয়ামে গিয়ে তিন মাসের ইন্টার্নসিপ করতে হয়। আসলে এইসময় মিউজিয়ামের বিষয়গুলো হাতেনাতে শেখা যায়।' ও এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলা গেল। ভাবলাম, ও কথা বলতে চায়। তাই কথাটা এগানোর জন্য আরো নানারকম প্রশ্ন করলাম। কোথায় থাকে, ওর পড়াশোনার ভবিষ্যৎ কী, এইধরনের প্রশ্ন আর কি! ছেলেটি যাদবপুরে থাকে, ভাড়া বাড়িতে। তিনতলা ওই বাড়িটায় অন্য ভাড়াটেরা সবাই মেয়ে। এই বাড়িতে পুরুষ বলতে কেবলমাত্র ছেলেটি আর তার বাবা থাকেন। বাড়িতে গিয়ে ও বেশ মনমরা হয়ে থাকে। কার সঙ্গেই বা কথা বলবে। বাবার চশমার দোকান। সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফেরেন। আর বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা যেহেতু মেয়ে, তাই ওদের সঙ্গে কোনোদিন ও কথা বলেনি। একটা সম্ভ্রম দেখিয়ে চলে। কেমন সেই সম্ভ্রম? জানতে চেয়েছিলাম। বলল, 'জল আনতে কলে গেলাম, মেয়েগুলো এসে গেল। আমি সরে গেলাম। এই আর কি!'

ছেলেটির নাম নাসির। ওর গ্রামের বাড়ি হাওড়া জেলার আমতা থানায় একটি অখ্যাত গ্রামে। নাসির সেদিন আরো অনেক কথা বলছিল। যা শুনেছিলাম, তার মোদ্দা কথা হল, একটা স্বপ্ন, একটা কঠিন বাস্তব আর একটা দ্বন্দ্ব।

নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে নাসিরের তিনকূলে কিংবা পাড়াপড়শি কেউ লেখাপড়া করেনি। অথচ, এখন ওরা প্রত্যেকে ভালো রোজগেরে। নাসির এই এলাকায় একমাত্র লেখাপড়া করছে। আর ক'টা মাস বাদে সে এম এ ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। নিশ্চিতভাবেই ও এম এটা পাশ করবে। কয়েকদিন আগেও তার গ্রামের বাড়ি গেছিল। বাড়ি থেকে ফেরার দিন সকালে নাসিরের মা ওকে বললেন, 'হ্যাঁরে, তোর পড়া কবে শেষ হবে? তোর আব্বা যে আর পারে না। কেবল তোর কথা ভাবে। বলে, ও আমাদের কি খাওয়াবে, ওর নিজেরটাই তো চালাতে পারবে কিনা বুঝতে পারিনা। ওর জন্যতো আমরা নিশ্চিত চোখ বুজতে পারব না।' নাসির আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে, ওর কোনো জড়তা নেই। 'এস ৩১' বাসটা মুচিপাড়া স্টপেজে এসে দাঁড়াল। বাসটা এবার একটু ফাঁকা হল।

নাসির কথা বলে চলেছে। মা বলল, 'এই পাড়ারতো সবার বিয়ে হয়ে গেলরে, সবাই পাকা বাড়ি করল। এদিকে আমাদের বাড়িটা এবার বর্ষায় মনে হয় আর টিকবে না। আর তোর সঙ্গে ছোটোবেলায় যে সাজাহান পড়ত, ও তিনটে বোনের বিয়ে দিয়ে নিজেও বিয়ে করবে সামনের মাসে। আর দেখ, কত বড় বাড়ি বানিয়েছে। সেতো ক্লাস সেভেন এ পড়া ছেড়েছিল। আর তোকে কলকাতায় রেখে পড়াতেতো আমরা শেষ হয়ে গেলাম রে।' নাসিরের চোখমুখ শক্ত হয়। ঠোঁটটা কাঁপতে থাকে। ওকে বলি ঠিক আছে, মাতো বলতেই পারে কেথা। ও বলে, মা যেটা জানে না সেটা হল, আমি তো এম এ পাশ করেও চাকরি পাব না। আমার এম এ পাশের কী দাম আছে। এখন চাকরি পেতেতো একটু চেনাজানা লাগে। আমি তো কাউকেই চিনি না। আর আমাকেতো কেউই চেনে না। নাসির ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে। গলার জোরটা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। গাড়িটা সিড়িটি শ্মশানের কাছে পৌঁছে গেল। এই জায়গাটা এত ঘিঞ্জি, বাস ড্রাইভারদের খুব অসুবিধা হয়। দীর্ঘদিন এইভাবেই চলছে। নাসির বলে চলেছে তখনো, 'না, শুধু চেনাজানা নয়, চাকরিটাইবা হবে কোথায়? চাকরি আছে নাকি? আমরা গরিব মানুষেরা শুধু ধোঁকা খাচ্ছি। আমাদের কিচ্ছু হবে না।'

নাসিরের মায়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। বড় কষ্ট এই মায়েদের, আর ওঁদের সন্তানদের। চোখের সামনে ধূ ধূ প্রান্তর কোথাও কিছু নেই, নাসিরের নিজের যন্ত্রণা, অন্যদিকে, গরিব বাবা–মায়ের স্বপ্ন পূরণ– কি কষ্ট। নাসিরের পিঠে হাত রাখি। গাড়িটা যাদবপুর থানার কাছে সাঁ করে ঘুরিয়ে নিয়ে ৮বি স্ট্যান্ডের দিকে দৌড়তে থাকে।

ধর্ম

গঙ্গার তীরে সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

গত সংখ্যার পর

মা কালীর দৈনিক সেবা কাজে নিযুক্ত থাকেন পাণ্ডা হালদারেরা। যেদিন যার পালা পড়ে সেদিন তিনি পুজোর আয়োজন করেন। এছাড়া বেশকার, মিশ্র, পুরোহিত, ঘোড়াল, চৌকিদারদের তত্ত্বাবধান করেন হালদারেরা। ১৮৮৮ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে কালীঘাট কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলা (কালীঘাটের দক্ষিণদিকে রাজপুরের দক্ষিণপূর্ব দিকে আকনা গ্রামের কাছের জায়গা বোলপুর নামে একসময় পরিচিত ছিল) পর্যন্ত দু'যোজন ধনুকাকার জায়গা কালীক্ষেত্রে হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার মধ্যে এক ক্রোশ ব্যাপী ত্রিকোণাকার জায়গায় ত্রিকোণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং মাঝখানে মা কালী বিরাজ করেন। শোনা যায়, সতীর পায়ের যে আঙুল কালীঘাটে পড়েছিল তা আজও মন্দিরের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। প্রতিবছর স্নান যাত্রার সময় ও অম্বুবাচির শেষদিনে মায়ের পায়ের ওই আঙুলের যথাযথভাবে অভিষেক হয়ে থাকে।

কেউ কেউ অবিশ্বাস করেন এই বিষয়ে। কিন্তু মিশরীয়দের সংরক্ষিত মমি তাহলে কীভাবে হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। আশা করা যায়, শব সংরক্ষণী বিদ্যা প্রাচীন ভারতের মানুষের অজানা ছিল না। অর্থাৎ লোকহিতের জন্য সতীর ছায়াদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাটিতে পড়ামাত্র পাথরে পরিণত হয়েছিল। কালীপীঠ তন্ত্র বিশেষে শ্রীপীঠ বা ওঁকারপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এখানে সতীর পায়ের আঙুল পড়েছে, তাই অনেকে এই পীঠকে শ্রেষ্ঠপীঠ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

শিব–শক্তি অর্থাৎ কালী তারা প্রভৃতি দশম মহাবিদ্যার উপাসনাই শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। শক্তি পুজোর বিধি ব্যবস্থাদি তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণনা করা আছে। তন্ত্রোক্ত উপাসনা বৈদিক উপাসনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তান্ত্রিক উপাসকেরা দেবীর প্রতিমা তৈরি করে মন্ত্র দ্বারা তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধিকারী বিশেষে সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক বিধানে তার পুজো করে থাকেন। তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু শিষ্যকরণ একটি প্রধান নিয়ম, তান্ত্রিক গুরুরা–শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়ার সময় ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র দেন। প্রত্যেকের দেবতা ও বীজমন্ত্র আলাদা আলাদা। বীজ মন্ত্রগুলি অতীব গুহ্য। তা গোপন রাখবার জন্য তন্ত্রে অনেক নতুন নতুন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই শব্দের অর্থ তন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

মনুর সময়ে প্রয়াগ পর্যন্ত আর্য্য অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল।

মনুসংহিতায় পৌণ্ডদেশকে পতিত ক্ষত্রিয়ের বাসস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌণ্ড্র উত্তর বাংলার অতি প্রাচীন নাম, রামায়ণে গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রমের কথা বলা আছে। মহাভারতে দক্ষিণ বাংলার অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি জায়গার কথা জানা যায়। কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারতের কোথাও কালীঘাটের নাম পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই সময় অসংখ্য নারী–পুরুষ পুণ্যলাভের আশায় কালীক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানের জন্য আসতেন। গৌড়ের সেন বংশীয় রাজাদের যে কয়েকটি অনুশাসন পত্রে জানা গেছে, তাঁরা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। সেসময় রাজকাজের সুবিধার জন্য বল্লাল সেন বাংলাকে পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন।

১। রাঢ়– ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ।

২। বাগড়ি– পদ্মার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্ব।

৩। বরেন্দ্র– পদ্মার উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিম ও মহানন্দার পূর্ব।

৪। বঙ্গ– করতোয়া ও পদ্মার পূর্বদিকের প্রবেশ।

৫। মিথিলা– মহানন্দার পশ্চিম।

তথ্য অনুসন্ধানের মারফৎ জানা যায়, বাগড়ি বিভাগ অর্থাৎ বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত ছিল কালীঘাট।

পীঠস্থান হিসেবে প্রকাশিত হবার অনেকদিন পরেও কালীঘাট গহন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেই সময়ে ভৈরবী, কাপালিকেরা এই গহীন অরণ্যের মধ্যে নরবলি দিয়ে মা কালীর পুজো করত। আদিসুর কর্তৃক এদেশে ব্রাহ্মণদের আনার পর থেকে অর্থাৎ খ্রীস্টের একাদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

লঘু ভারতের তৃতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে,

'বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। ঘটকদিগের কুলপঞ্জিকা। ৯৫৪ শক, ১০৩২ খ্রিস্টাব্দ।

উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রগুলিতে কালীক্ষেত্র বা কালীপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতের বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় সব ধর্মানুরাগী ব্রাহ্মণেরা পৌরাণিক ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই সময় এই জায়গার নাম কালীঘাট হয়নি তবে বিভিন্ন সূত্রের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বের সময়ে অর্থাৎ কমপক্ষে এক হাজার বছর আগে এই জায়গাটি কালীঘাট নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

মাঙ্গলিকী

পশ্চিম পুটিয়ারী সাহিত্য সংগঠনের মাসিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উক্ত সংগঠনের একটি সভা বসে নেলসন ম্যান্ডেলা প্রয়াত হবার পরেই। তাই তাঁর স্মৃতিচারণা করেন সঞ্চালক, তথা সংগঠনের সভাপতি ডাঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। তিনি জানালেন, নেলসন ম্যান্ডেলার আসল নাম ছিল রোলি লালা দালি বঙ্গা। যে দুজন বিদেশী এ পর্যন্ত ভারতরত্ন উপাধি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯৯০), শান্তির জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পান ১৯৯৩ সালে। সুদীর্ঘকাল ধরে পরাধীন দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন দেশের কালো মানুষদের এক জোট করে। সুদীর্ঘকাল জেলেও কাটান। তবুও তিনি সংগ্রামে পিছিয়ে যাননি – ইংরেজদের কালো মানুষদের উপরে নিরবিচ্ছিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধেই শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমেই দেশকে স্বাধীন করেন। পরে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বহুকাল ধরে বসবাসকারী ইংরেজদের সঙ্গে স্থানীয় কালো মানুষদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন করে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকেই রূপায়িত করেন। ডঃ বর্ধন আরও স্মরণ করলেন আজই হল বাঘাযতীনের জন্মদিন। অতঃপর নেলসন ম্যান্ডেলা ও বাঘাযতীনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সভায় উপস্থিত সকলে ২মিনিট নীরবতা পালন করেন। এদিন স্বরচিত কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন নর বাহাদুর লামা, প্রবীর নন্দী, বিধান সাহা, প্রদীপ গুপ্ত প্রমুখ। রম্য রচনা পাঠে আসর জমান দেবপ্রিয় দে ('পূজার' মাইক) ও সুকুমার মণ্ডল (সকলের জীবনযাপন)।

গানে উজ্জ্বল ছিলেন বন্দনা দত্ত, শোভা রায়, সুরেশ চন্দ্র বৈদ্য (বয়স ৮০–এর কোটায়), অমিত আচার্য্য প্রমুখ। ভাল গল্প শুনিয়েছেন বিনয় দত্ত। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি আমন্ত্রিত হন বেহালার বইমেলায় জাদুসম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়ররের উপরে বিশেষ বক্তৃতা দেবার জন্য। সংগঠনের তাঁকে লেখা আমন্ত্রণমূলক চিঠি পাঠ করে শোনান সঞ্চালক ডঃ বর্ধন।

সুকুমার রায়ের সার্ধশতবর্ষ জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর ছড়া নিয়ে এক অতি মনোজ্ঞ গীতিনাট্য পেশ করলেন তারাশঙ্কর দত্ত, প্রদীপ দাশগুপ্ত ও নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জী।

এদিন সভায় ৩৩ জন কবি,সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চ পত্রিকার পাঁচালি

পথের আলাপ (সম্পাদক – চমক মজুমদার) ১০৫ সার্ভে ভিউ পার্ক, ব্যান্ডেল হুগলী– ৭১২ ১২৩ কেবল সম্পাদকের নামেই নয়, পত্রিকাটির ভাবনা ও নির্মাণেও রয়েছে। ট্রেনপথে নিত্য যাত্রীদের উদ্যোগে এমন ছিমছাপ সুনির্মিত পত্রিকা সাম্প্রতিক সময়ে আর রয়েছে বলে

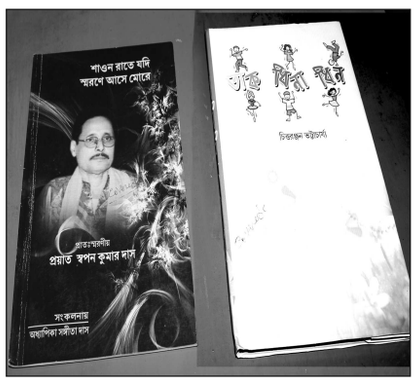

এই প্রতিবেদকের গোচরে নেই। সম্পাদনার দায়িত্বও ভাগ করে নিয়েছেন তিন জনে। গল্পগুলি সবই পৌষের পিঠে–খাওয়ার ঘটনা উপাখ্যান টেনে এনেছেন এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই তা বাংলা টিভি চ্যানেলগুলির ধারাবাহিকের মতো জোর করে চাপিয়ে দেওয়া মনে হল, ফলে গল্পের নিজস্ব বিস্তার বাধা পেয়েছে বিস্তর। জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাসের গল্পটির ঘটনাকাল আদৌ এসময়ের কথা বলে বোধ হয় না। আজকের প্রেম অব্যক্ত থাকে কি। তুলনায় কবিতাগুলি অনেক ঝরঝরে তাজা এবং প্রতিশ্রুতি জাগায়। কৌশিক দেব–এর পৌষমেলার সেকাল ও একাল মহাকাশ বিজ্ঞানের উপর লেখা চিরন্তন মুখোপাধ্যায় মঙ্গলনামা নিবন্ধ দুটি মূল্যবান। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ সুন্দর।

পদার্পণ (সম্পাদক– শর্মিষ্ঠা মাজী), আদ্রা, পুরুলিয়া– একযোগে পুরুলিয়া ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই বার্ষিক পত্রিকাটির ছিমছাম গড়ন পাঠকদের স্বস্তি দেয়। বর্তমান সংখ্যায় মূলত কবিতা সংকলিত হয়েছে। সুনীল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, তাপস অধিকারী প্রমুখের কবিতা মনে দাগ কাটে। উল্লেখ করতে হয় সঙ্গীতা দাসের কবিতার কথাও, শব্দ–সাজানোয় বেশ মুন্সিয়ানায় ছাপ রেখেছেন, যেমন বেশ দূর থেকে দেখি, রোদ আ রোদেলকে নিয়ে... কিংবা পথগুলো ঘুরে ফিরে সংসারেই ফেরে... এমন কবিতা পাঠ মনে এক আলাদা অনুভূতির জন্ম দেয়। সুরজিত সেনগুপ্তের অণু গল্পটি সার্থক। ডাঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের ভ্রমণ–নিবন্ধটি বাঙালি হিসাবে আমাদের গর্বিত করে। আজ বাংলায় বাংলায় বড় অনাদর।

মা–মাটি–মানুষ (অজিত কুমার সাহা–র ছোটগল্প সংকলন) আনন্দম প্রকাশনী, পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৯৩ – তেইশটি গল্প নিয়ে লেখকের এটি প্রথম গল্প সংকলন। লেখকের নিজের কথার সূত্র ধরে জানা গেল ওঁর গল্প লেখার চর্চা বেশ হালের ঘটনা। গল্পগুলি পড়তে পড়তে সেরকম অভিজ্ঞতা হয় না প্রায়। সহজ ভাষায় সরাসরি গল্প শুনিয়েছেন। ফর্ম নিয়ে গিমিকের চেষ্টা নেই, আধুনিকতার নামে রগরগে শরীরী–বর্ণনা নেই, তরতর করে পড়া যায়। কলকাতা বিদায় গল্পটি ভাবায়। ভাগ্য–তাড়িত মানুষেরা গ্রাম থেকে শহর–পানে ধেয়ে আসে, কিন্তু রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে ফের শিকড়ের কাছে ফেরার কথা বড় একটা শোনা যায় নি। গল্পগুলির কয়েকটি অবশ্য অতি সরলিকরণের ফলে পাঠকদের কৌতূহল জাগায় না। তথাপি প্রথম প্রয়াস হিসাবে অভিনন্দন যোগ্য।

তাক ধিনা দিন (চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্যের রম্য গল্পের সংকলন) (প্রকাশক নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, নব–ব্যারাকপুর) সতেরোটি রম্য গল্প রয়েছে এই সংকলনে।

হাসির গল্প খুব কমই লেখা হয়, সেই প্রেক্ষিতে রম্য গল্প লেখার প্রয়াস সাধুবাদার্হ। কিন্তু গণ্ডগোল ওই গোড়াতেই রয়ে গেছে, গল্প ঠিক কোন জায়গায় থেকে শুরু করে কোথায় থামবে এইটে স্থির করা প্রয়োজন। হসির গল্পের অন্যতম শর্ত জমাটি পাঞ্চ লাইন, তার একটাও পাওয়া গেল না। গল্পগুলির সমাপ্তি পাঠক আগেই অনুমান করে ফেলেছেন, এবং মজা জমে উঠতে উঠতে মিলিয়ে গেছে। কোনও কোনও গল্পে লেখক নিজেও বোধহয় কিছুটা নিশ্চিত ছিলেন না, যেমন ছাত্রানাং অধ্যনং তপঃ গল্পে, নিতান্ত গল্প শিক্ষিত ও কর্তার অফিসের অধস্তন সরকারি–কর্মচারীকে ছেলের পড়াশোনার জন্য নিয়োগ করার আজগুবী পরামর্শ পবিত্র–র আধুনিকা স্ত্রী মরমীর মাথায় এলো কি সূত্রে কে জানে। গল্পটি আগাগোড়া অবাস্তব ঠেকেছে। নিছক রঙ্গ তামাশা সৃষ্টির জন্য লেখকদের কখনও অতি–কল্পনা বা অ–বাস্তব পরিস্থিতির সমাহার ঘটাতে হয় কিন্তু তারও কোনও কৌতুক পরিণতি কাম্য।

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে (প্রধান সঞ্চালক অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দাস), মহিষাদল পূর্ব মেদিনীপুর– শিল্প মনন ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক স্বর্ণেন্দু বিকাশ দাসের পিতা স্বপন কুমার দাস গত বছর (২০১৩) মে মাসে পরলোকগমন করেছেন। মহিষাদল ব্লক ভূমি দপ্তরের এই প্রাক্তন কর্মী ২০০৭ সালের অবসর গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান সঙ্কলনটি তাঁর স্মৃতি–তর্পণ। শোকবার্তা জানিয়েছেন নানা গুণগ্রাহী বিশিষ্টজনেরা। সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু পারিবারিক ছবি। যেহেতু এটি কোনও সাহিত্য প্রয়াস নয়, তাই প্রয়াত স্বপন দাসের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতাগুলির মান বিশ্লেষণ নিষ্প্রোয়ন। এখানে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাই প্রাধান্য দাবি করে। আলিপুর বার্তার তরফ থেকে স্বপন দাসের আত্মার মুক্তি কামনা জানাই।

– গ্রন্থ সন্ধানী

সঙ্গীত শিল্পীর স্মৃতি সংরক্ষণে

মায়াবতী পারলেও এ–রাজ্য পারলো না

জয়ন্ত চৌধুরী: বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অলোক রায়চৌধুরী গত ৪ মে বেহালার শ্রী শ্রী পঞ্চাননঠাকুর সেবা সংঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানে জানান যে উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর আমলে বাংলার অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে মূর্তি স্থাপন যথাযোগ্য মর্যাদা সহকার স্মৃতি সংরক্ষণ করলেও উত্তর কলকাতায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আজ রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে উঠতে পারেনি। এ–ব্যাপারে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন বলে অলোকবাবু আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী দিন সরকার নিশ্চয় দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি সংরক্ষণ করবেন। সদ্য মাতৃ বিয়োগে ও আদ্যশ্রাদ্ধ্য শেষে সন্ধ্যায় মন্দির সংলগ্ন মঞ্চে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অলোকবাবু। কালবৈশাখীর বজ্র গর্জন ও বৃষ্টির মধ্যেই তাঁর মরমী কণ্ঠ শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর কণ্ঠে 'মধুর আমার মায়ের হাসি' গানটি শিল্পীসহ শ্রোতাদের অশ্রুসজল করে তোলে। সেবাসংঘের তিনদিন ব্যাপী উৎসবের শেষদিনে নরনারায়ণ সেবা করা হয়। উদ্বোধনী দিনে বক্তা অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার স্বামীজির মানবসেবা নিয়ে আলোকপাত করেন।

কলকাতার প্রতিবাদী চরিত্রের যথার্থ শরিক অ্যাটলেটিকো

সঞ্জয় সরকার

স্পেনে যখন একনায়কতন্ত্রী শাসন চলছিল সেই সময় বহির্বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশগুলি একঘরে করে রেখেছিল স্পেনকে। কিন্তু রিয়েল মাদ্রিদ যেখানে বর্তমানে খেলছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সেই ক্লাব একের পর এক ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছিল। স্পেনের এক বিশিষ্ট মন্ত্রী তখন বলেন, রিয়েল মাদ্রিদই আমাদের সর্বকালের সেরা রাষ্ট্রদূত। আসলে রিয়েল মাদ্রিদ হল স্পেনের রাজার দল। স্প্যানিশ ভাষায় রিয়েল কথাটির অর্থ রয়্যাল অর্থাৎ রাজকীয়। অপরদিকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ যে দলটির সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলীর উদ্যোগে ইন্ডিয়ান সুপারলিগ ফুটবলে 'কলকাতা' দলটি জুড়ি বাঁধার চুক্তি হতে চলেছে, সেই দলটি হল স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ শহরের গরিব খেটে খাওয়া মানুষের সমর্থিত দল। যার জন্য সেই স্বৈরতান্ত্রিক আমলে রিয়েল দল মন্ত্রীর প্রশংসা পাওয়ার পর অ্যাটলেটিকোর সমর্থকেরা গান বেঁধেছিল – দূরে যাও মাদ্রিদ, দূরে যাও মাদ্রিদ, সরকারের টিম দেশের লজ্জা।

আমরা এতকাল স্পেনের ফুটবল বলতে বুঝে এসেছি রিয়েল মাদ্রিদ যেখানে খেলেছেন পুসকাস, ডি-স্টিফানো, জিদান, বেকহ্যাম এবং বর্তমানে সি. রোনাল্ডো। অপরদিকে ইদানীংকালের বিশ্বজয়ী বার্সেলোনা যেখানে খেলেছেন জোহান ক্রুইফ, বর্তমানে মেসি, ইনিয়েস্তা'রা। স্পেন বলতে সাম্প্রতিককালে এই দুই দলকেই আমরা বুঝে এসেছি। এছাড়া মাঝে মধ্যে শুনতে পেয়েছি সেভিয়া, ভ্যালেন্সিয়া টিমের কথা। কিন্তু এই বছর দেখতে পাচ্ছি ইউরো ফুটবলের শীর্ষে উঠে এসেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। কি আশ্চর্য সমাপতন। ভারতীয় ফুটবল যে প্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে সেই আইএসএল-তে কলকাতা দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে চলেছে ওই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। আবার তার মেন্টর ভারতীয় ক্রিকেটে পেশাদারী মনোভাব সৌরভ গাঙ্গুলী। এ বছর এই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ দলটি স্পেনিয় ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছে রিয়েল – বার্সেলোনাকে পিছনে ফেলে। আবার বার্সেলোনা, ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার, চেলসি, জার্মানির মিউনিক সব দলের নাম ভুলিয়ে ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে ইউরো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রিয়েলের মুখোমুখি হতে চলেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

তবে ১১১ বছরের দলটির কিন্তু এই প্রথম সাফল্য নয়। ইদানীংকালে সাফল্য না পেলেও তারা ৯ বার স্পেনিয় লিগ জিতেছে, একাধিক বার ও দেশের নকআউট কাপও জিতেছে। এমনকী ১৯৯৬-এ দেশের লিগ এবং কাপ দুটোই জিতেছিল। এছাড়া ইউরোপ সেরার দ্বিতীয় পর্যায়ের যে প্রতিযোগিতা হয় সেই ইউরোপা লিগের ২০১০ এবং '১২ দু'বারই চ্যাম্পিয়ন হয়। এমনকী ২০১০-এ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ীকে পরাজিত করে উয়েফা সুপারকাপও জিতেছিল। গত বছর স্পেনের লিগে তারা তৃতীয় স্থান পেয়েছিল।

১৯০৩-এ ২৬ এপ্রিল এই দলটি সৃষ্টি করেন বাস্কে প্রদেশের তিন ছাত্র, যাঁরা পড়াশোনার জন্য থাকতেন রাজধানী মাদ্রিদ শহরে। সমর্থকেরা আদর করে দলকে অ্যাটলেটি অথবা লস রোজিব্লাঙ্কোস বলে ডাকেন। বর্তমানে দলের স্বত্ত্বাধিকারী মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল গিল মারিন। এখন ক্লাবের স্টেডিয়ামটি ৫৪ হাজার ৯৬০ আসন বিশিষ্ট। কিন্তু শীঘ্রই তারা ৭০ হাজার আসন বিশিষ্ট স্টেডিয়াম তৈরি করছে। দলের জার্সি লাল-সাদা, প্যান্ট নীল রঙের এবং মোজা নীল-লাল। নাইকে কোম্পানির সরঞ্জাম ব্যবহার করে তারা। মজার কথা দলটি কিন্তু সৃষ্টি হয়েছিল অন্য একটি শহরের টিম অ্যাটলেটিকো বিলবাও দলের তরুণ-কিশোর শাখা রূপে। এমনকী জার্সিও ছিল ওই দলের মতো নীল-সাদা। কিন্তু পরবর্তীকালে দলের জার্সি হয় লাল-সাদা। তার কারণ, এই রঙটি ছিল সস্তা দামের শয্যা সামগ্রীর। তাই ধনীদের ক্লাব রিয়েল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা এই রঙটি বেছে নেয়। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ শহরের দক্ষিণভাগের শ্রমজীবী এলাকা 'রোঁদা দ্য ভ্যালেকাস' অঞ্চলে ছিল এই ক্লাবের প্রথম ময়দান। ১৯২১ সালে ক্লাবটি বিলবাও থেকে পৃথক হয়ে যায়। দলের প্রথম সাফল্য আসে ১৯২১ সালে যখন তারা স্পেনের নকআউট প্রতিযোগিতা 'কোপা দেল রে'-তে ফাইনালে রানার্স হয়। মজার ব্যাপার ফাইনালে খেলতে হয়েছিল তাদের স্রষ্টা বিলবাও দলের বিরুদ্ধে। ১৯২৮ সালে দেশের প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হয়ে 'লা লিগা' খেলা শুরু করে এই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ অবধি ক্লাবের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হয়েছে। ৫০ ও ৫১ সালে তারা পরপর দু'বার লা লিগা জিতে নেয়। এই দশকে তারা একাধিকবার লিগে রানার্সও হয়। এমনকী ইউরোপীয়ান কাপের সেমিফাইনালে ওঠে। ১৯৬০ এবং ১৯৬১ যখন পুসকাস, ডি-স্টিফানো প্রভৃতিদের নিয়ে পরপর ইউরো চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে রিয়েল মাদ্রিদ তখন তারা দেশের নকআউট কোপা দেল রে-র ফাইনালে দু'বার রিয়েলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৬২-তে ইউরোপের তৎকালীন দ্বিতীয় সারির চ্যাম্পিয়নশিপ ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপ জিতে নেয়। আজ অবধি রিয়েল কিন্তু কোনও বার এই ট্রফি জেতেনি। এরপর তারা ১৯৬৬, '৭০, '৭৩, '৭৭ সালেও তারা লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া বেশ কয়েকবার 'কোপা দেল রে' তো জিতেই ছিল।

এরকম একটি দল যখন কলকাতা দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে আসছে তখন তা অবশ্যই গর্বের। কারণ, কলকাতার প্রতিবাদী চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ঐতিহ্য। বার্সেলোনা বা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড যদি কলকাতা দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধত তাহলে কিন্তু এই রেশটা থাকত না। এখন দেখার এই স্পেনিয় দলটির উদাহরণ দেখে আরও ইউরোপীয় দলগুলি ভারতীয় ফুটবলে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় কিনা। সবচেয়ে বড় কথা এরা আপাদমস্তক পেশাদারী দল। গত মঙ্গল-বুধবার এদের প্রতিনিধিরা কলকাতার পরিকাঠামো দর্শন করতে আসেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে দেখা গিয়েছে সিরিয়াস পেশাদারী মনোভাব। কলকাতা দলের কর্তারা সত্যি যদি এদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পেশাদারী কাঠামো গড়তে পারে তবে ভারতীয় ফুটবল আবার অক্সিজেন পাবে।

গড়িয়ার রিক্সা স্ট্যান্ড থেকে ড্রিবল ইউরোর লক্ষ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গিয়েছিলেন মোহনবাগানের দুর্গাপুরের একাডেমির জন্য ট্রায়াল দিতে। কিন্তু চোখে পড়ে গেলেন মোহন কোচ করিমের। তিনি পঙ্কজ মৌলাকে নিয়ে চলে এলেন সিনিয়র দলের হয়ে খেলার জন্য। ভগবান নাকি সাহসীদেরই সহায়তা করেন। তাই হয়ত পঙ্কজ'র জীবনে এতবড় সুযোগ ঘটে গেল। গত মরশুমে পেয়েছিলেন সামান্য অর্থ। তা নিয়ে কিন্তু হেল দোল নেই তাঁর। তাঁর লক্ষ্য দুই আদর্শকে অনুসরণ করার। একজন এদেশের জোস ব্যারেটো অপরজন বিশ্ববরেণ্য মেসি। এই আদর্শটা শুধু শখের নয়, বাস্তবেও যে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তার শংসাপত্র দিয়েছেন বাগানের নতুন টিডি সুভাষ ভৌমিকও। তাঁর মতে ছেলেটার ফাইনাল পাশ দেওয়ার ক্ষমতা যথেষ্ট ভাল। পারফরমেন্স ভাল করার পাশাপাশি তাঁর প্রধান লক্ষ্য ইংরাজি ভাষায় দক্ষ হওয়া। বিশেষত, ইংরাজিতে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে অভ্যস্ত হওয়া। কারণ, স্বপ্ন দেখেন মেসির দেশেই একদিন গোল করার জন্য ফাইনাল পাশটা তাঁর পা থেকে বের হবে।

বাবা গড়িয়ায় রিক্সা চালক। ছোট্ট একটা টালির চালে দু'কামরার বাড়িতে সংসার। সেখান থেকেই লড়াই শুরু হয় আর দশটা গরিব বাঙালির ছেলের মতোই। টালিগঞ্জ নেতাজীনগর কোচিং ক্যাম্পে তাঁর খেলা শুরু। বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেলতে খেলতেই কলকাতার ফুটবল কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২০০৮-এ কুমারটুলি ক্লাবের জার্সি গায়ে ময়দানে পা দেন তিনি। পরের বছর মৌরী স্পোর্টিং-এ খেলে ২০১০-এ কলকাতা প্রিমিয়র লিগে এরিয়ান্স ক্লাবের জার্সি গায়ে চড়ান। পাশাপাশি তিনি কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অনুর্ধ্ব-১৯ আইলিগেও ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে চড়িয়েছিলেন। সেবার ওই লিগের ডার্বি ম্যাচে ২-০ গোলে জয়ের একটি এসেছিল তার ডান পায়ের দুরন্ত শটে। দুই মরশুমে ওই দলের হয়ে তিনি করেছিলেন যথাক্রমে ৮ এবং ৬টি গোল। মজার কথা

পঙ্কজ মৌলা

২০১২-তে এরিয়ান্সের জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের খেলায় দুরন্ত হেডে একটি গোল করেন। তাঁর দল লাল-হলুদকে ওই ম্যাচে হারায় ২-০ গোলে।

পঙ্কজের মতে – যদিও অনুর্ধ্ব১৯-এ ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে চড়িয়ে ছিলেন তবু সিনিয়র টিমে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামাটা সম্পূর্ণ পৃথক অভিজ্ঞতা। কোচ করিমকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন, সবসময় আমি ট্রেনিং সেশন যথাসম্ভব উপভোগ করার চেষ্টা করি। এবং সবসময় কোচের দেওয়া সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের সম্পূর্ণটা নিংড়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। অবশ্যই লক্ষ্য থাকে গোল করার দিকে।

পঙ্কজ ছোট থেকেই মূলত স্ট্রাইকার হিসেবেই খেলেছেন। ডান পায়ে বেশি স্বচ্ছন্দ এই ফুটবলারটি অনুর্ধ্ব-১৯ বাংলার হয়ে সামান্য সুযোগেই চারটি গোল করেছিলেন। মোহনবাগানে প্র্যাক্টিসে এসে প্রথম দিনই গোল পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর আদর্শ দুই ফুটবলারের মতো একটু পিছন থেকে খেললেও শটে রয়েছে মারাত্মক জোর। তবে তাঁর সহযোগীরা বলেন ওর হেডটাও দুর্দান্ত। এ বছর মোহনবাগানের সিনিয়র টিমে বছরের প্রথম দিকটায় তাঁকে রিজার্ভ বেঞ্চে কাটাতে হচ্ছিল। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩'র আইলিগে যুবভারতীর মাঠে ডেম্পোর বিরুদ্ধে রাম মালিকের বদলে ম্যাচের মাঝপথে প্রথম সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে চড়ানোর সুযোগ পান। এরিয়ানের হয়ে ১৯ নম্বর জার্সি পরলেও বড় দলে এসে প্র্যাক্টিসে এসে পেয়েছিলেন ১৬ নম্বর জার্সি। তবে ম্যাচে খেলতে এসে ৩০ নম্বর পরেন। এ বছর ১১টি ম্যাচে মাত্র ১টি গোল করলেও সমস্ত ফুটবলপ্রেমীরাই তাঁকে আগামী দিনের এক নম্বর প্রতিভা বলেই মনে করছেন। বাবার বয়স হওয়ায় এখন আর রিক্সা চালাতে পারেন না। দারিদ্রসীমার নিচে দাঁড়ানো পঙ্কজ গত মরশুমে পেয়েছেন খুব সামান্য অর্থ। তবে তা নিয়ে কখনই অভিযোগ নেই তাঁর। কারণ, তাঁর বক্তব্য জানি খেলতে পারলে বড় জায়গায় সুযোগ পাবই।

স্বয়ম্ভর ইস্টবেঙ্গল, অন্ধকারে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত ১৬ মরশুম ধরে বিজয় মালিয়ার মালিকানাধীন ইউবি গোষ্ঠীর দুই কোম্পানি ইউনাইটেড স্পিরিট ছিল মোহনবাগানের এবং ইউনাইটেড ব্রুয়ারিজ ছিল ইস্টবেঙ্গলের স্পনসর। দু'দলই পেত ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা করে। তবে ইতিমধ্যে বিজয় মালিয়া তাঁর বিমানসংস্থার আর্থিক সংকটের জন্য ইউনাইটেড স্পিরিট কোম্পানির ৫১ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দেন ডিআই জিও কোম্পানি। যাদের জনপ্রিয় পানীয় জনি ওয়াকার। এই কোম্পানী আগ্রহ মূলত গল্ফ এবং মোটর রেসিং। ফুটবলে তাদের ততটা আগ্রহ নেই। তারা মোহনবাগানকে জানিয়েছে, ৮ কোটির বেশি টাকা দিতে পারবে না। অপরদিকে সবুজ-মেরুনের কোনও কো-স্পনসরও নেই। সারদা গ্রুপ যাওয়ার পরে এসেছিল এনভিডি, তারাও চলে গিয়েছে। ফলে মোহনবাগানের সম্বল মাত্র ৮ কোটি, যা ফুটবল দল গড়তেই চলে যায়। সারা মরশুমের বাকি খরচ মিটবে কীভাবে।

অপরদিকে ইস্টবেঙ্গলের স্পনসর ইউনাইটেড ব্রুয়ারিজ-এর ৩০ শতাংশ মালিয়া বিক্রি করেছেন হাইনেকেম কোম্পানিকে। এরা কিন্তু ফুটবলে আগ্রহী। এমনকী ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন লিগেও বিনিয়োগ করেছে। গতবার ইস্টবেঙ্গল এএফসি কাপে খেলার জন্য চুক্তির বাইরেও আরও ৫০ লক্ষ অর্থাৎ ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল এবারও এএফসি কাপে খেলছে। তার ফলে তারা নতুন চুক্তি মতো মোট পাবে ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। এছাড়া ক্লাবের পরিকাঠামোর ব্যাপারে লাল-হলুদ কর্তারা যা উন্নয়ন করেছেন তা দেখেও বিজয় মালিয়া খুশি। তাদের নতুন লক্ষ্য আগামী

বছর যুবভারতী নয়, নিজেদের মাঠেই আইলিগ সংগঠন করবেন তারা। সেক্ষেত্রে ইউবি গ্রুপের কাছ থেকে তারা আরও ৫০ লক্ষ টাকা পেয়ে যেতে পারেন। মোহনবাগানের তুলনায় গত কয়েকবছর ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যথেষ্ট তৎপর। সারদা-রোজভ্যালি সরে যাওয়ার পর তারা স্টিলবার প্রস্তুত কারক এসআরএমবি কোম্পানির কো-স্পনসর রূপ এনে পেয়েছেন ৩ কোটি টাকা। সাড়ে বার কোটি টাকা বাজেট থাকার ফলে তার ফলে র‍্যান্টি মার্টিনের মতে আরও বেশকিছু নামী খেলোয়াড়কে সই করাতে পারেন। তাই আগামী বছর রিজার্ভ বেঞ্চও শক্তিশালী গড়ে এএফসি কাপে ভাল খেলার আশায় বুক বাঁধছেন তারা। অপরদিকে ৮ কোটি টাকা বাজেট নিয়ে মোহনবাগানের সম্বল শুধু তরুণ খেলোয়াড়রা। র‍্যান্টি'র দিকে হাত বাড়িয়েও ব্যর্থ হয়েছেন, অপরদিকে সোনি নরডিসহ উল্লেখযোগ্য কিছু বিদেশির সঙ্গে কথা বললেও এখনও ফাইনাল কিছু করতে পারেনি তারা। অবশ্য বিদেশি খেলোয়াড় এনে ট্রায়ালে রেখে খেলোয়াড় নেবেন এই ধরনের কথার তুবড়ি ছোটাতে তাঁদের ক্লান্তি নেই।

জ্যোতি দে, প্রথম শ্রেণী, সেন্ট জন্স ডায়োসেশন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা **JPEG** ফরম্যাটে

মনের খেয়াল

ম্যাজিক মোমেন্ট

স্কুলের টিফিনের ফাঁকে কিংবা স্কুল বাস রাস্তার যানযটে আটকে যাবে তখন একঘেয়েমী কাটাতে ছোট্ট ছোট্ট ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পার বন্ধুদের। জন্মদিন কিংবা বিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়েরা যখন ব্যস্ত সামাজিকতা নিয়ে তখন তোমরা খুদে বন্ধুরা আসর জমিয়ে ফেলতে পার এইসব ম্যাজিক দেখিয়ে। এবারের পাতায় ম্যাজিক শেখালেন জাদুকর শৈলেশ্বর।

এবার ম্যাজিকের ঝোলা থেকে যেটা দেখাব সেটা ম্যাজিক ঠিক নয়। অথচ সহজ ও বুদ্ধির দরকার খেলাটাতে।

দুটো এক রকমের কাঁচের গ্লাস টেবিলের ওপরে আছে, একটার ভিতরে আর একটা ঢুকিয়ে দাও হালকা ভাবে, এবার গ্লাস দুটো টেবিলে শুইয়ে দাও। দর্শকবন্ধুদের বলো কোনওরকম গ্লাসে হাত না দিয়ে ওই দুটো গ্লাস

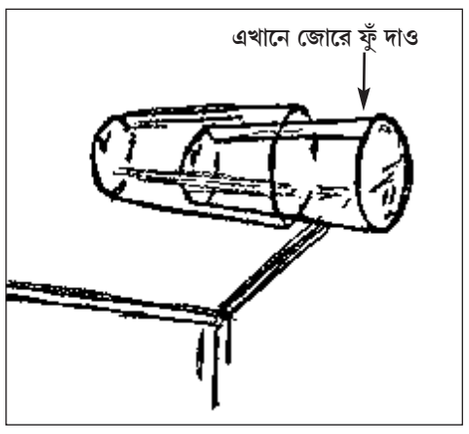

আলাদা করে দিতে হবে। এবার তোমাদের বন্ধুদের বুদ্ধির দৌড় দেখো। প্রায় সবাই বলবে হাত না লাগিয়ে গ্লাস দুটো আলাদা করা অসম্ভব।

তুমি এবার অভিনয় করো যেন মন্ত্র পড়ছ। দুটো গ্লাসের মাঝে যে ফাঁকটা আছে সেখানে একটু জোরে ফুঁ দাও। দেখবে হাওয়ার জোরে ওই গ্লাস দুটো আলাদা হয়ে গিয়েছে।

তোমাদের কোনও ম্যাজিক জানা থাকলে পাঠাও এই বিভাগে। সঙ্গে অবশ্যই বিদ্যালয়, শ্রেণি ও সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করবে।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।